

ডুয়ার্স এর পর্যটন ও সংস্কৃতি কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ডুয়ার্স এ আলিপুর দুয়ারে শুরু হয়েছিল ডুয়ার্স উৎসব।



রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল হিসাবে জর্জ জেকব কুভাকাদ উন্নীত হওয়ায় রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনন্দ প্রকাশ করেছেন।



বিনয় বাদল দীনেশ, তিন বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানালো অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক



চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বিরক্ত আয়োজক পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি।



সীমান্তে বিএসএফ রয়েছে, তাই চিন্তাই করেন না দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : শাহ



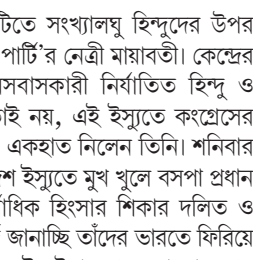
যোধপুর, ৮ ডিসেম্বর : সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র সাহসিকতাকে কুনিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিএসএফ-এর ভূয়সী প্রসংসা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, যখনই সীমান্ত থেকে কোনও তথ্য আসে-যে কোনও দুর্ঘটনার বিষয়ে-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাথা ঘামান না, যেহেতু সীমান্তে বিএসএফ রয়েছে। বিএসএফ গত ১ ডিসেম্বরে বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। এই উপলক্ষে রাজস্থানের যোধপুরের চন্দন সিং গ্রাউন্ডে বিএসএফ-এর ৬০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিএসএফ জওয়ানদের এদিন অভিনন্দন জানান অমিত শাহ। কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন। পরে বক্তৃতায় অমিত শাহ বলেছেন, আমি বিএসএফ জওয়ানদের অভিনন্দন জানাই। এই দিনটি উদযাপনের জন্য রাজস্থানের ভূমির চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। যখন সীমান্ত থেকে কোনও চ্যালেঞ্জিং তথ্য আসে, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিন্তিত হন না, যেহেতু সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য বিএসএফ সৈন্যরা সেখানে রয়েছে।

আমরা ইভিএমে নির্বাচন চাই না, ব্যালটে হতে হবে ভোট : শরদ পাওয়ার



সোলাপুর, ৮ ডিসেম্বর : ইভিএম-এর বিপক্ষে অমিত পোখরেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। রবিবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলার মারকদওয়াড়ি গ্রামে ইভিএম-বিরোধী অনুষ্ঠানে এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার বলেছেন, আমরা ইভিএমে নির্বাচন চাই না, ব্যালটে হতে হবে ভোট। শরদ পাওয়ার এদিন বলেছেন, এখানে আসার আগে আমি শুনেছি, এখানে লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। যখন তাঁরা ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল, আপনারা ব্যালটে নির্বাচন করতে চান, কারণ আপনারা ফলাফল সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন না। এটা আশ্চর্যজনক, আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা আমার কাছে যে অভিযোগগুলি জমা দিয়েছেন, আমরা সেগুলি নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব এবং একটি রেজালিউশন আনব যে আমরা ইভিএমে নির্বাচন চাই না, ব্যালটে ভোট হওয়া উচিত। শরদ পাওয়ার যুক্তি দিয়ে বলেছেন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অনেক দেশ ইভিএমে নয়, ব্যালটে নির্বাচন করছে। সমগ্র বিশ্ব যখন ব্যালটে নির্বাচন করছে, আমরা কেন নয়?

কংগ্রেসের জন্যই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হিংসা হচ্ছে বললেন মায়াবতী



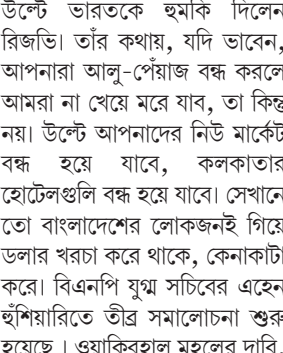
নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের মাটিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় এবার সরব 'সমাজবাদী পার্টি'র নেত্রী মায়াবতী। কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানালেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী নির্যাতিত হিন্দু ও দলিতদের ভারতে ফিরিয়ে আনার। শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে কংগ্রেসের নীরব বলে অভিযোগ তুলে হাত শিবিরকেও একহাত নিলেন তিনি। শনিবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে ইস্যুতে খুলে বসপা প্রধান মায়াবতী বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে সর্বাধিক হিংসার শিকার দলিত ও হিন্দুরা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমি আর্জি জানাচ্ছি তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনুন। একইসঙ্গে বলেন, সরকারের উচিত এই ঘটনা রুখতে বাংলাদেশের উপর প্রবল চাপ তৈরি করা, যাতে সেখানে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার না হন। মোদি সরকারের কাছে হিন্দুদের হেরানোর আর্জির পাশাপাশি কড়া সুরে কংগ্রেসকে তোপ দাগতেও ছাডেননি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে মায়াবতী বলেন, বিভাজনের সময় দলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র কংগ্রেস রচনা করেছিল, বর্তমান বাংলাদেশে হিংসা তারই পরিণতি। সেই সময় বাবা সাহেব আন্দেদকর বাংলার বিশেষ, খুলনা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন। এই এলাকা দলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারপরও এই অঞ্চল পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর এখন বাংলাদেশে ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটে 'বলে চিকার করছে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, হাসিনার দেশত্যাগের পর ইউনুস জমানায় মৌলবাদের তাণ্ডব ভয়াবহ আকার নিয়েছে বাংলাদেশে। ভারত বিশেষ তো বটেই, মৌলবাদীদের তাণ্ডবে ভয়াবহ দুর্গিন নেমে এসেছে সেখানকার হিন্দুদের উপর। সংখ্যালঘু হত্যা, নারী নির্যাতন, সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়ার ঘটনা আকছার প্রকাশ্যে আসছে। ইসকনের চিম্ময় প্রভুকে প্রেত্তারের পাশাপাশি ইসকন ও অন্যান্য হিন্দু মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন রুখতে ইউনুস সরকারকে সতর্ক করেছে ভারত।

বাংলা-বিহার-ওড়িশা দখলের ডাক! অশান্ত বাংলাদেশে যুদ্ধ-হুমকি বিএনপি নেতার



র যুগ মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভির বক্তব্যের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। তাতে বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যমগুলিকে একহাত নিয়েছেন তিনি। অভিযোগ তুলেছেন, হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন বাংলাদেশের 'ঘুরে টাকায় এখন বিরোধী খবর সম্প্রচার করছে বাংলাদেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। এর পরই তার বক্তব্যে উঠে এসেছে ভারত-বিরোধিতা। রিজভির কথায়, যদি ভাবেন, হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে আপনারা কবজা করে

নরেন, এমন অশুভ ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে আমরাও বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ওটা



আমাদের নবাবের এলাকা। ন্যায় অধিকার। তাঁর আরও দাবি, ভারত হিন্দুত্বের জিগির তুলে উমমহাদেশে আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা

করছে। তা সফল হবে না বলে হুঁশিয়ারি রিজভির। শুধু তাই নয়, সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ নিয়ে কড়া সুরে উল্টে ভারতকে হুমকি দিলেন রিজভি। তাঁর কথায়, যদি ভাবেন, আপনারা আলু-পেঁয়াজ বন্ধ করলে আমরা না খেয়ে মরে যাব, তা কিন্তু নয়। উল্টে আপনারদের নিউ মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে, কলকাতার হোটেলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। সেখানে তো বাংলাদেশের লোকজনই গিয়ে ডলার খরচা করে থাকে, কেনাকাটা করে। বিএনপি যুদ্ধ সচিবের এছেন হুঁশিয়ারিতে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, যে ভারতের সাহায্যে একান্তরে নতুন ইতিহাস লিখেছে বাংলাদেশ, সেই প্রতিবেশীকেই এখন 'শত্রু মনে করছে ইউনুসের বাংলাদেশ।

‘শেষ অস্ত্র’ হিসেবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন আসাদ



৮ ডিসেম্বর : বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে। খবর পেয়েই দ্রুত শহর ছেড়েছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। তিনি বিমানে কোনও অজনা গন্তব্যে চলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তিনি কি মরিয়া হয়ে 'মরণকামড়' দিতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবেন? এমনই আশঙ্কা করছে আমেরিকা। কেননা আগেও তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। যা শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে রাসায়নিক অস্ত্র মজুত রয়েছে সেদিকে নজর রেখেছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, 'শেষ অস্ত্র' হিসেবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন আসাদ। ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে বার বার এই অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে অন্যতম ২০১৩ সালের যৌটা রাসায়নিক হামলা। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিনশো নাগরিক। বছর চারেক পরে ২০১৭ সালে খান শেখুন রাসায়নিক হামলায় একশোর বেশি মানুষ মারা যান। এমন নজির আরও রয়েছে। সবক্ষেত্রেই সারিন গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাষ্ট্রসংঘের বহু 'তথ্য যাচাই' মিশন এই বিষয়ে 'অকাট্য

প্রমাণ' দাখিলের দাবিও করেছে। জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে দামাস্কাসে ঢুকে পড়েছে বিদ্রোহীরা। এই অবস্থায় আসাদ রাজধানী ছেড়েছেন। বিমানে কোনও গোপন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কোথায় গিয়েছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে যেখানেই যান, সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের দমন করতে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন এমন আশঙ্কা আমেরিকার। প্রসঙ্গত, শনিবারই বিদ্রোহীরা জানিয়ে দেয় তারা দামাস্কাস ঘেরাও করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাশ্চা লড়াই জারি রেখেছিল সেনা। ইতিমধ্যেই প্রাণহানি ঘটেছে শতাধিক মানুষের। প্রাণভয়ে সিরিয়া ছেড়ে পালাচ্ছেন নাগরিকরা। বিদ্রোহীদের হামলায় উত্তর সিরিয়ার ঘরছাড়া প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ।

কৃষকদের রুখতে শত্রু সীমানা যেন দুর্গ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম ৯, হুগিত কৃষকদের ‘দিল্লি চলো’



নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ন'জন কৃষক। তারপরই রবিবার পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তের শত্রু প্রতিবাদস্থল থেকে দিল্লির দিকে যাত্রা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করেন ১০১ জন কৃষক। তাদের মূল দাবি হলো ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অর্হিনি ভাবে নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান। তবে মিছিল চলাকালীন সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় নয়জন কৃষক আহত হন বলে কৃষক নেতারা অভিযোগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তারা মিছিল আপাতত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি, এমএসপি-কে অর্হিনি সুরক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের উপাদিত পণ্যের জন্য ন্যায্য দাম পাওয়া নিশ্চিত হয়। তারা আরও দাবি করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বগমন্ত্রির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিক এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতিকে উসাহিত করুক। এই দাবিগুলি পূরণ না হওয়ায় কৃষকরা আবারও প্রতিবাদ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। কৃষকরা অভিযোগ করেন, রবিবার তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা দেওয়া হয় এবং এই সময় সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে নয়জন কৃষক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর করে আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার পরে কৃষক নেতারা মিছিল স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন যে তারা একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলবীর সিং রাজেওয়াল বলেন,

করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লি অভিমুখী কৃষক মিছিলের ফলে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নষ্ট হয়ে পড়ে। তবে তারা সংঘর্ষের ঘটনা এক আহতদের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। 'দিল্লি চলো অভিযান' করেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের একশতা। গত শুক্রবার শত্রু সীমানায় আটকে দেওয়া হয়েছিল তাদের। কিন্তু শনিবারই কৃষক নেতা সরওয়ান সিংহ পাক্সের ঘোষণা করেন, ফের রবিবার তাঁরা মিছিল করবেন। এদিকে শত্রু সীমানায় নিরাপত্তা আরও কড়া করেছে পুলিশ। ফলে অভিযান ঘিরে সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। গত

মতো অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহীরা। কৃষক নেতা সরওয়ান সিংহ পাক্সের দাবি করেন, কথাবার্তা চালানোর কোনও ইশারা এখনও কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও কথা বলবে না। ওরা চেষ্টা করছে আমাদের জোর করে থাকিয়ে দিতে। কিন্তু আমরা দিল্লিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখেই পৌঁছিতে চাই, কালকের মতোই। মোদি সরকার কথা বলতেই চাইছে না। আমরা রবিবার দুপুর পর্যাটায় ১০১ জনের প্রতিনিধি দল পাঠাতে চাই কথা বলার জন্য। কৃষকদের তরফে যে ৫

অধিগ্রহণ করা জমির জন্য বাজারমূল্যের চার গুণ ক্ষতিপূরণ এবং ২০ শতাংশ প্লট দিতে হবে। এর পাশাপাশি সকল ভূমিহীন ও ভূমিহীন কৃষকের সন্তানদেরও কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুবিধা দিতে হবে। এই বিষয়ে অবিলম্বে সরকারি নির্দেশিকা জারি করার দাবি জানিয়েছেন কৃষক নেতারা। কৃষকদের তরফে বার বার দাবি তোলা হয়েছে, শুধু মৌখিক আশ্বাস নয় সংসদে এই বিষয়ে আইন আনা হোক। সরকার আশ্বাস দিলেও শুধু আশ্বাসে চিড়ে ভিজছে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার ফের দিল্লিমুখী অভিযানে কৃষকরা।

সিপিএমে নজিরবিহীন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের কর্মসূচি চলবে জানুয়ারি মাস থেকে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর : শূন্যের গেরো কাটাতে চায় সিপিএম। গ্রামের মেহনতী মানুষের মন পেতে চায় দল। তাই দলের তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে চলেছে প্রবীণরা। বিশেষ, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিমুদ্দিন, এমনটাই বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। পার্টি ক্লাসের রেওয়াজ তো ছিলই। এবার তরুণদের জন্য যাতে-কলমে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই ক্লাস করতে মীনার্শী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কলতার দাশগুপ্ত, দীপ্তিতােরও মাঠে নামতে হবে। যেতে হবে প্রান্তিকে মানুষের দরবারে। শিক্ষক হিসেবে থাকবেন মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে সিপিএমের রাজ্য

সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কর্মিটির নেতারা। একুশের বিধানসভা ভোটে শূন্য হতে হয়েছে সিপিএমকে। ছবিশের লোকসভা ভোটেও শূন্যের পড়তে চলেছে প্রবীণরা। বিশেষ, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিমুদ্দিন, এমনটাই বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। পার্টি ক্লাসের রেওয়াজ তো ছিলই। এবার তরুণদের জন্য যাতে-কলমে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই ক্লাস করতে মীনার্শী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কলতার দাশগুপ্ত, দীপ্তিতােরও মাঠে নামতে হবে। যেতে হবে প্রান্তিকে মানুষের দরবারে। শিক্ষক হিসেবে থাকবেন মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে সিপিএমের রাজ্য

‘শেষ অস্ত্র’ হিসেবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন আসাদ



৮ ডিসেম্বর : বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে। খবর পেয়েই দ্রুত শহর ছেড়েছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। তিনি বিমানে কোনও অজনা গন্তব্যে চলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তিনি কি মরিয়া হয়ে 'মরণকামড়' দিতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবেন? এমনই আশঙ্কা করছে আমেরিকা। কেননা আগেও তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। যা শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে রাসায়নিক অস্ত্র মজুত রয়েছে সেদিকে নজর রেখেছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, 'শেষ অস্ত্র' হিসেবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন আসাদ। ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে বার বার এই অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে অন্যতম ২০১৩ সালের যৌটা রাসায়নিক হামলা। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিনশো নাগরিক। বছর চারেক পরে ২০১৭ সালে খান শেখুন রাসায়নিক হামলায় একশোর বেশি মানুষ মারা যান। এমন নজির আরও রয়েছে। সবক্ষেত্রেই সারিন গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাষ্ট্রসংঘের বহু 'তথ্য যাচাই' মিশন এই বিষয়ে 'অকাট্য

গদি হারিয়ে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না তো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ! আশঙ্কা আমেরিকার



৮ ডিসেম্বর : বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে। খবর পেয়েই দ্রুত শহর ছেড়েছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। তিনি বিমানে কোনও অজনা গন্তব্যে চলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তিনি কি মরিয়া হয়ে 'মরণকামড়' দিতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবেন? এমনই আশঙ্কা করছে আমেরিকা। কেননা আগেও তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। যা শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে রাসায়নিক অস্ত্র মজুত রয়েছে সেদিকে নজর রেখেছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, 'শেষ অস্ত্র' হিসেবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন আসাদ। ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে বার বার এই অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে অন্যতম ২০১৩ সালের যৌটা রাসায়নিক হামলা। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিনশো নাগরিক। বছর চারেক পরে ২০১৭ সালে খান শেখুন রাসায়নিক হামলায় একশোর বেশি মানুষ মারা যান। এমন নজির আরও রয়েছে। সবক্ষেত্রেই সারিন গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাষ্ট্রসংঘের বহু 'তথ্য যাচাই' মিশন এই বিষয়ে 'অকাট্য

বাংলাদেশটা চালাচ্ছে কিছু মাদ্রাসার ফতেয়াবাদ হুজুররা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী , ৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশটা চালাচ্ছে কিছু মাদ্রাসার ফতেয়াবাদ হুজুররা সনাতনী ঐক্য মঞ্চের দাকে পূর্বস্থলী স্টেশন বাজার এলাকায় একটি সমাবেশে যোগদান করে এমনই মন্তব্য করলেন বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রবক্তা সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ। বাংলাদেশে ইসকনের মহারাজ চিয়য় প্রভুত্ব নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবি, বাংলাদেশে নিরিবিচারে হিন্দু হত্যা, মন্দির প্রতিমা সহ বিভিন্ন

হিন্দুদের সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রতিবাদ জানিয়ে সনাতনী ঐক্য মঞ্চের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সনাতনী হিন্দুরা সেখানে যোগদান করেন। সেই মঞ্চে হাজির হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই, দুর্বৃত্তদের হাতে ক্ষমতা গেলে যা ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ। এছাড়া ওই দিনের এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সচিবরা খোকন লাল বিশ্বাস, হিন্দু সমাজ সংস্কারক কর্ণধর দে,দেবশীষ অধিকারী সহ বিশিষ্টজনেরা।

অসুস্থ পরিচালক সুভাষ ঘাই

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বরীদান পরিচালক সুভাষ ঘাই। শনিবার রাতে শারীরিক দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। আপাতত সুস্থ রয়েছেন পরিচালক, এমনটাই জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। যদিও সুভাষ ঘাইয়ের ম্যানেজার জানিয়েছেন, গুরুতর কিছু নয়, রুটিন চেক আপের জন্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সুভাষ ঘাইকে শনিবার বাস্তার লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, কথা বলতে সমস্যা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, সুভাষ ঘাই কথা বলতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এছাড়াও স্মৃতিশক্তি হ্রাসের কারণে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হন।

ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : বিগত মাস যাবৎ দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসীরা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু এলাকার বাতাসকে ‘খারাপ’ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ব ভারতে মূত্রাশয় সংক্রান্ত সার্জারিতে নতুন মাইলফলক স্থাপন নারায়ণা হেলথের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বর : ২৪ বছরের এক যুবক, ৭৮ বছরের এক প্রবীণ, এবং ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি – সকলেই জীবনহানিকর মূত্রাশয়জনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি নারায়ণা হেলথ – হাওড়ার উন্নত মূত্রাশয় ও রোবোটিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁদের জীবন নতুন করে শুরু হয়। এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে এই তিনটি জটিল চিকিৎসা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম কেসে, ২৪ বছর বয়সী এক যুবক প্রাইমারি ব্লাডার নেক অবস্টাকশন –এর মতো একটি বিরল ও জটিল সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। এটি তার মূত্রাশয়ের কার্যক্ষমতা এবং জীবনমাত্রার মান মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। অনান্য জায়গায় চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে তিনি নারায়ণা হেলথ – হাওড়ার দ্বারস্থ হন। ইউরোক্রোমেট্রি, সিস্টোস্কপি এবং ইউরোডায়নামিক স্টাডিজ সহ বিস্তৃত মূল্যায়নের মাধ্যমে রোগটি সনাক্ত করা হয়। চিকিৎসক দল ইউভোস্কোপিক ব্লাডার নেক ইউবিক্টোমি সার্জারি ইনজেকশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন, যা পূর্ব ভারতে এই প্রথম। ডাঃ বোপালা ভেঙ্কট ভরগভা, কনসাল্ট্যান্ট, ইউরোলজি এবং ইউরো-অফোলজি, বলেন, PBNO একটি জটিল সমস্যা, যার চিকিৎসা পদ্ধতি সীমিত। উন্নত ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি এবং

অসমে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব আম আদমি পার্টি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিলেন রমেন

৮ ডিসেম্বর : তৃণমূলে যোগ দিয়ে বড় দায়িত্ব পেলেন অসমের অভিজ্ঞ নেতা রমেনচন্দ্র বড়াঠাকুর। অসমের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। কলকাতায় এসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ সুস্মিতা দেবের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন অসমের রাজনীতিতে পোড় খাওয়া এই নেতা। অসমে সংগঠন বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরেই তৎপর তৃণমূল। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে অসমে বেশ খানিকটা

মলয় ঘটককে। ২০২৬ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে অসমে সংগঠন বাড়ানোর কাজে নেমে পড়েন তিনি। অবশেষে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে তৃণমূলের সভাপতি

সেভাবে সুযোগ করে উঠতে পারেননি তিনি। জানা যায়, সুস্মিতা দেবের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে তাঁরা। সেই সূত্রেই শনিবার কলকাতা এসে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। অসম রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এই নেতার দলে যোগদান অসম তৃণমূলকে বাড়িত আকর্ষণে যোগাণে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালে অসমে বিধানসভা নির্বাচন। অর্থাৎ হাতে অনেকটাই সময় রয়েছে। তাই ক্ষত সারিয়ে নব উদ্যমে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তৃণমূল। মলয় ঘটক পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার পর ধাপে ধাপে সেই শুরু করে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। এবার রমেনের নেতৃত্বে অসমে জোরকদমে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি বাংলার শাসকদল।

আজ রাজস্থান ও হরিয়ানা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার (৯ ডিসেম্বর) রাজস্থান ও হরিয়ানা সফরে যাচ্ছেন। এই দুই রাজ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথমে রাজস্থানের জয়পুর যাবেন, সেখানে সকাল সাড়ে দশটায় তিনি জয়পুর এক্সিবিশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল শক্তিক্ষয় হয়েছে ঘাসফুলের। লোকসভা ভেটে অসমের চার আসনে তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয় আসেনি। এর পর রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দেন রিপূণ বোরা। এরপর অসমে ইনচার্জের দায়িত্বে আনা হয় বাংলার আইনমন্ত্রী শক্তিক্ষয় হয়েছে ঘাসফুলের। লোকসভা ভেটে অসমের চার আসনে তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয় আসেনি। এর পর রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দেন রিপূণ বোরা। এরপর অসমে ইনচার্জের দায়িত্বে আনা হয় বাংলার আইনমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : ইংলিশ চ্যানেল। বিখ্যাত এই চ্যানেল অতিক্রম করা প্রথম এশীয় ও বাঙালি ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ছয়বার চ্যানেলটি অতিক্রম করেন তিনি। ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর। মুল্লিগঞ্জের সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্ম নেন ব্রজেন দাস। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে পড়াশোনা ও সাতাঁরের পাঠ নিয়েছিলেন ঢাকা ও কলকাতায়। ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার আগে ব্রজেন দাস ভূমধ্যসাগরে কাপ্তি থেকে নেপলস পর্যন্ত সাতাঁর প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ৩৩ কিলোমিটার দূরপাল্লার সাতাঁরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন তিনি। এটি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার আগে তার উৎসাহ আরও বাড়ায়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্রজেন দাস ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল সাতাঁরে অতিক্রম করেন। এর মধ্যে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সাড়ে ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে ক্রতত্তম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড গড়েন। এর আগে ইংলিশ চ্যানেল সাতাঁরে অতিক্রম করার সর্বনিম্ন রেকর্ড সময় ছিল ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলী ব্রজেন দাসকে বলেছিলেন, আমি হচ্ছি ‘কিং



শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ব্রজেন তুমি মিরাকল দেখিয়েছ, বাঙালিরা তোমার জন্য গর্বিত। পন্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাই আপনার জন্য গর্বিত। আইয়ুব খান বলেছিলেন, প্রতিটি পাকিস্তানির হৃদয়ে তোমার নাম লেখা থাকবে। ১৯৬১ সালে তিনি রানী এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করেন। রানী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে

ফুলের মধ্যে রাসায়নিক ছিল, পুলিশের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ কৃষক নেতার

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : পুলিশের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পাক্সের। তাঁর কথায়, পুলিশ যে ফুল ছিটিয়েছিল, তাতে রাসায়নিক ছিল। এছাড়াও শম্ভু সীমানায় কৃষকদের রুখতে কাদানে গ্যাসের শেল বর্ষণে বেশ কয়েকজন কৃষক আহত হয়েছেন। রবিবার বিকেলে শম্ভু সীমানায় কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পাক্সের বলেছেন, ফুলে রাসায়নিক ছিল, যা আমাদের উপর বর্ষণ করা

হয়েছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন, আমরা জাটা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি..প্রথমে, তারা আমাদের উপর ফুল বর্ষণ করেছে, তারপর তারা আমাদের দিকে রাবার বুলেট ছুঁড়েছে, আমাদের উপর রাসায়নিক নিক্ষেপ করেছে। বেশ কয়েকজন কৃষক আহত হয়েছেন। উভয় ফোরাম আগামীকাল একটি সভা করবে এবং পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, কৃষকদের ‘দিল্লি চলে’ কর্মসূচিতে রবিবারও

পুলিশের হাতিয়ার কাদানে গ্যাসের শেল। রবিবার পঞ্জাব-হরিয়ানার শম্ভু সীমানা থেকে দিল্লির দিকে কৃষকেরা এগোনো শুরু করতেই কাদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। বিক্ষোভরত কৃষকদের হুত্রুভঙ্গ করার চেষ্টা চলে। এর আগে শুক্রবারও পুলিশের কাদানে গ্যাসের শেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অন্তত ছ’জন কৃষক। রবিবারও তিন জন আন্দোলনরত কৃষক অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য কিউ আর কোড পরিসেবা চালু মালদা ডিভিশনে

মালদা, ৮ ডিসেম্বর : ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য আর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এবার থেকে রেল স্টেশনে গিয়ে যাত্রীরা নিজেরাই সহজে টিকিট কাটতে পারবেন। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে স্টেশনগুলিতে চালু করা হয়েছে কিউ আর কোড পরিসেবা। মালদা টাউন স্টেশন-সহ মালদা রেল ডিভিশনের একাধিক স্টেশনে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে একটি কিউ আর কোড লগানো থাকবে, যা স্ক্যান করলেই যাত্রীরা রেলের অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের টিকিট কাটতে পারবেন। ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যমের সাহায্যে অনলাইনে টিকিটের দাম মেটানো যাবে। ইউ টি এস অ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত তিন শতাংশ বেনাসও দেওয়ার কথা জানিয়েছে রেল। মালদা রেল ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম সুদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই পরিসেবা সাধারণ কামরার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। যাত্রীরা স্টেশনে গিয়ে কিউ আর কোড স্ক্যান করলেই সংশ্লিষ্ট স্টেশনের নাম প্রদর্শিত হবে এবং যেকোনও গন্তব্যের টিকিট অনায়াসেই কাটা যাবে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে থেকে মুক্তি মিলবে। বিশেষত, ট্রেনের সময় হয়ে গেলেও টিকিট কাটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। যাত্রীরা নিজেদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে সহজেই টিকিট কেটে সময় বাঁচাতে পারবেন।

গভীর রাতে পোড়ানো হলো বাংলাদেশের নামহটার ইসকন মন্দির

সমীর দাস, ৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে। তাদের আক্রমণের কেন্দ্রে সমস্ত হিন্দু মন্দির। এবার পোড়ানো হলো ঢাকার এক ইসকন মন্দির। এমনটাই অভিযোগ এনেছেন ইসকন কলকাতার সহ সভাপতি রাধারাম দাস। তিনি এক হ্যাড্ডেলে তার ছবিও পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, বাংলাদেশের নামহাটায় আরেকটি ইসকন সেন্টার পুড়িয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্তি ও মন্দিরের অন্যান্য জিনিসও সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। এই সেন্টারটি চালায় অবস্থিত। স্বাভাবিক কারণেই ফ্লেতা বেড়ে চলেছে হিন্দুদের মধ্যে। আধুনিক বাংলাদেশে একের পর এক বাড়িঘর, মন্দিরে ভাঙচুর, পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ইসকনের বিভিন্ন মন্দিরেও হামলার অভিযোগ উঠেছে। এবার নামহাটা সেন্টারে হামলার অভিযোগ আনলেন ইসকনের সম্মানীয় রাধারাম দাস। তিনি আরও লেখেন, রাত ২টো-৩টো নাগাদ দুষ্কৃতীরা রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও মহাভাগ্য লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরের পিছনের অংশের টিনের ছাদ সারিয়ে পেট্রোল বা অক্টেন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় আগুনের পোড়া দাগ। আমরা জানি না এখনো ইউসুফ এই ছবিকে ফেক ছবি বলবেন কিনা।

লখনউয়ে.মেট্রো স্টেশনে বোমাতক্ষ, তদন্ত পুলিশের

লখনউ, ৮ ডিসেম্বর : উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে উড়ো ফোনে বোমাতক্ষ। বোমাতক্ষের শিকার হুসেইনগঞ্জ মেট্রো স্টেশন। বোমাতক্ষের বার্তা পেয়েই তল্লাশি শুরু করে পৌর পুলিশ। জানা গেছে, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ এক ব্যক্তি ফোন করে বোমা হামলার হুমকি দেয়। তারপরেই তল্লাশি চালানো হয়। যদিও তল্লাশিতে কিছু পাওয়া যায়নি। একযোগে তল্লাশি চালায় পুলিশ, পৌর নিষ্ক্রিয়কারী দল। উপস্থিত ছিল দমকল বাহিনীও। এই ঘটনায় এতিসিপি সেন্ট্রাল মনীষা সিং বলেন, ফোন করে হুসেইনগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে বোমাতক্ষ ছড়ানো হয়। তল্লাশি করে দেখা হয়েছে। সন্দেশজনক কিছু পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।

সাতসকালে জন্মু ও কাশ্মীরে উদ্ধার দুই পুলিশকর্মীর দেহ

৮ ডিসেম্বর : রবিবার ভোরে জন্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে বুলেটবিদ্ধ দুই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার থিরে চালানো হয়েছিল। খবর পেয়েই দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। দুটি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ উধমপুরের রেহেব্বাল অঞ্চলের কালীমন্দিরের কাছে দুজন পুলিশকর্মীর নিখর দেহ দেখা যায়। তাঁদের দেহে রয়েছে বুলেটের ক্ষত। পুলিশ জানিয়েছে, তারা উত্তর কাশ্মীরের সোপোরের থেকে তালওয়াড়ার সাবসিডারি ট্রেনিং সেন্টারে যাচ্ছিলেন। পুলিশের তরফে একটি বিবৃতি পেশ করে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে করা হচ্ছে সহকর্মীকে খুন ও তার পর আত্মহত্যার ঘটনা। সিন্ডার পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছেনেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, নিহত পুলিশকর্মীদের একজন ছিলেন হেত কনস্টেবল। অনাজন চালক কনস্টেবল। যে গাড়িতে তারা যাচ্ছিলেন সেখানে ছিলেন আর এক কনস্টেবলও। তবে তাঁর চোট লাগেনি। তাঁকে নিষ্ক্রিয়সাধ করা হয়েছে। একে-৪৭ থেকে গুলি চালানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদি সত্যিই একজন অনাজনকে খুন করে নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে থাকেন, তাহলে এর পিছনে মোটিভ কী সেটাও বোঝার স্ট্রেী করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন আজ, মনোনয়ন পেশ রাহুলের

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হবে সোমবার (৯ ডিসেম্বর)। তার আগে রবিবার মনোনায়ন পেশ করলেন বিজেপির রাহুল নার্ডেরবা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেদ্র ফানিচিস, উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পওয়ার এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে, চন্দ্রকান্ত পাটিল এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে রবিবার অধ্যক্ষ পদের জন্য মনোনয়ন পেশ করেছেন বিজেপির রাহুল নার্ডেরবা। সোমবার, ৯ ডিসেম্বর দুপুরের পর অধ্যক্ষ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, শনিবার থেকে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় শুরু হয়েছে ৬-দিনের বিশেষ অধিবেশন।

বাংলাদেশে বিদ্রোহ! ভারতীয় হাইকমিশন অভিমুখে পদযাত্রা আটকাল পুলিশ

ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত, এই আবেহে রবিবার ঢাকার ভারতের হাইকমিশনে স্মারকসিপি দিতে যাচ্ছিল বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠন। যদিও এই পদযাত্রা রামপুরা ব্রিজে আটকে দিয়েছে পুলিশ। ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও যুবদলের এই কর্মসূচি রবিবার দুপুর পৌনে ১টা নাগাদ রামপুরা ব্রিজে পৌঁছেলে তাতে বাধা দেয় পুলিশ। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে মিলি সহকারীকে পদযাত্রা শুরু করেন তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। যদিও, পদযাত্রা রামপুরা ব্রিজে আটকে দিয়েছে পুলিশ।

ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : বিগত মাসযাব দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসীরা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু এলাকার বাতাসকে ‘খারাপ’ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল। সফদরজঙ্ঘ-সহ রাজধানীর একাধিক এলাকা ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লির বাসিন্দারা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে দিল্লির তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রির আশেপাশে।

জর্জ জেকব কুভাকাদকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল হিসাবে জর্জ জেকব কুভাকাদ উন্নীত হওয়ায় রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনন্দ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এটি ভারতের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। জর্জ জেকব কুভাকাদকে পোপ ফ্রান্সিস পবিত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল করায, আমি খুবই আনন্দিত। তিনি তাঁর জীবন মারবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন। আগামীদিনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নরওয়ের শিল্প প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : রবিবার ভারতে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলিন স্টেনারের নেতৃত্বে সেদেশের এক শিল্প প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুম্বইতে সাক্ষা করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলা। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও হয়। জানা যাচ্ছে, এই বৈঠকে ভারত এবং ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। এও জানা গেছে, বৈঠকে উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

তিনদিনের সফরে রাশিয়া গেলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : রবিবার তিনদিনের সফরে রাশিয়া যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই সফরকালে তিনি মস্কোতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাঞ্জে বেলোসেরের সঙ্গে যৌথভাবে ২১তম ভারত-রাশিয়া সেনা ও সেনা প্রযুক্তি সহযোগিতার আন্ত -৪-সরকার কশিনের বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। দুই নেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা, সেনা সহযোগ এবং শিল্প সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় হবে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর উভয়ে, আলোচনা করবেন বলেও জানা গেছে। রাজনাথ সিং মস্কোতে সেনা স্মারকে শ্রদ্ধার্থী নিবেদন করবেন।

দিন পঞ্জিকা সূর্য উদয় সকাল ০৫৫১৫২ এবং অস্ত বিকাল ০৪৪৯৫৬। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪১৭০২(১৫) এবং অস্ত সকাল ০৬০৪৪৩(১৬)। শুক্র পক্ষ ১।তিথি পূর্ণিমা (পূর্ণা) শেষ রাশি ঘ ০৩১৪৩৭ দং ০২৫২৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র ভরণী রাশি ১০৪৩৫৩ দং ৪২৯৫০ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকা করণ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৪২০৪৯ দং ২৬১১২০ পর্যন্ত পরে বব শেষ রাশি ঘ ০৩১৪৩৭ দং ৫৩২৫২.৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ বরীয়ান অমৃতযোগ দিন ০৫৫১৫২ থেকে - ০৬৩৫৫০ পর্যন্ত, তারপর ০৭১৯৪২ থেকে - ০৯৬১১৯ পর্যন্ত, তারপর ১১৪২৫৬ থেকে - ০৬৩৮২৫ পর্যন্ত, তারপর ০৬২২১৭ থেকে - ০৪৫০০২ পর্যন্ত এবং রাশি ০৫৪২১০ থেকেপ - ০৯১০৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১৪৭০৩ থেকে - ০৬১৫৩৪ পর্যন্ত, তারপর ০৪০১৪২ থেকে - ০৫৫১৫৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৮০৬৩৪ থেকে - ০৮৪৭২৭ পর্যন্ত। কুলিকরাশি ০৬৩৪১৭ থেকে - ০৭২৬২৫ পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু এলাকার বাতাসকে ‘খারাপ’ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল। সফদরজঙ্ঘ-সহ রাজধানীর একাধিক এলাকা ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লির বাসিন্দারা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে দিল্লির তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রির আশেপাশে। ১ পদ। বৃহস্পতি ১২৫৫৯৪০ (৫) ১ পদ। শুক্র ১১০১৮৪৬ (১৯) ৪ পদ। শনি ১১০৫১২১০ (২৪) ৩ পদ। রবি ১১১১১১৭ (২৬) ১ পদ। কেতু ৫২১১১৭ (১৩) ১ পদ। বৃহস্পতি বক্রি। লগ্ন তুলা রাশি। সকাল ০৫৫৭৫৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮১৩৪৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০১৯০০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২০৫৫৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১৩৯১৯ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩১০২১ পর্যন্ত। মেঘ রাশি বিকাল ০৪৫০৫৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬৪৯১৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাি ০৯০২৬৩৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি

আবহাওয়া বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেঘ-৪ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

বৃষ-৪ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগে দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না। **মিথুন-৪** সামাজিক ক্ষেত্রে সফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সগুহাটি অতিবাহিত করবেন।

কর্কট-৪দ্বিমুদী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আয়েদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অস্টে টান পড়তে পারে। **সিংহ-৪** ব্যবসায়ীরা শুষ্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। ব্যয়ক্ষরা একটু সাবধানে থাকবেন। **কন্যা-৪** ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপারক ও উভেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তুলা-৪ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির দিন দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না। **বৃশ্চিক-৪** আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় আভাবনীয় চাঞ্চল্য। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সম্যাপ্তি শুভ।

ধনু-৪ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনুর সঙ্গ আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

মকর-৪ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

কুম্ভ-৪ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেনে। **মীন-৪** বয়স্ক বাবা-মার এককিত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ রবিবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হতে পারে বৃষ্টি। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আর উত্তর থেকে দক্ষিণের একাধিক জেলায় রয়েছে কুয়াশার পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুকুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় রয়েছে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার কালিম্পং, দুই দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে রয়েছে কুয়াশার সম্ভাবনাও। আর দার্জিলিঙে মঙ্গলবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে তুয়ারপাতও হতে পারে।

দত্তপুকুর তেতুলিয়া গ্রামে, পঞ্চায়েত সদস্যের দাঙ্গাগিরি

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ অভিযোগ, ২০১১ দাদা জমি কেনা কে কেন্দ্র করে রবিউল ইসলাম বর্তমান ছোট জাগুলিয়া পঞ্চায়েতের সদস্য জিয়াফত হোসেন টাকা দেনাআজ সেই জমির টাকা ফেরত আনতে গিয়ে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন জিয়াফত হোসেন। বরং দু- এক কথায় দু পক্ষের মধ্যে বাক -বিতান্ভার চলার পর মারামারি শুরু হয়। রবিউল ইসলাম এর অভিযোগে হোসেন এত অদুর্গামীরা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ,আশঙ্কায় সেখান থেকেও তারা ফিরে আসে। পরবর্তীতে পুলিশের দ্বারস্থ হলে সেখানেও তারা অভিযোগ করে কিন্তু অভিযোগের সদৃগত কোনপাইনি বলেই জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রবিউল ইসলাম এবং তার সদাপ্রাণ চিকিৎসাধীন ৮ বছরের কানাকে বারাসাত হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে গুরুতর অবস্থা হওয়ায়, তাদেরকে ভর্তি নিয়ে নেওয়া হয় বারাসাত জেলা হাসপাতালে। বর্তমান রবিউল এবং তার কন্যা চিকিৎসাধীন বারাসাত জেলা সরকারি মেডিকেল কলেজে। অন্যদিকে রোগীর পরিবারের থেকে জানা যায় বর্তমানে জিয়াফত হোসেন এবং তার অদুর্গামীরা ক্ষমতা দৌরতে দত্তপুকুর থানায় রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন, যদিও সম্পূর্ণ এই শ্রীলতাহানির ঘটনা মিথ্যা বলাই দাবী করেছেন রবিউলের পরিবারের লোকজন বরং সেই সময় বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য জিয়াফত এমনটাই জানিয়েছেন তারা। অন্যদিকে পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়া তে গোটা ঘটনাকে মিথ্যা বলেই জানিয়েছেন ছোট জগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জিয়াফত হোসেন।

শিক্ষিকার মৃত্যুর প্রতিবাদে ডানলপ মোড় অবরোধ, দোষীদের শাস্তির দাবি

বরানগর,৮ ডিসেম্বর ঃ বরানগরের এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকার মৃত্যু কে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে ডানলপ মোড়া। শিক্ষিকার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনরা দোষীদের উদ্ভুক্ত শাস্তির দাবিতে রবিবার অবরোধ করেন। তাদের সাফ ঘোষণা, যতক্ষণ সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত না হয়, ততক্ষণ মৃতদেহ সংকারণ করা হবে না। ৫ ডিসেম্বর ওই শিক্ষিকা ফেসবুকে একটি পোস্টে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক হেনস্থার অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী হন। পরিবারের দাবি, শিক্ষিকার প্রতি অত্যাচারের জন্য স্কুলের বর্তমান প্রিন্সিপালের নেতৃত্বাধীন গ্রেট কালচার দায়ী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণেশ্বর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবরোধকারীদের বক্তব্য, স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং তার সহযোগীদের কর্তার শাস্তি দিতে হবে। যতক্ষণ সঠিক বিচার না হয়, ততক্ষণ অবরোধ চলবে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ আরও জোরালো হচ্ছে।

আজ থেকে নৈহাটি ফেরি সার্ভিসের নাম হলো -বড়মা ফেরি সার্ভিস

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ এই মুহূর্তে নৈহাটির বড়মা ধর্মপ্রাণ মানুষের একটি বড়ো আবেগ। ওই মন্দিরকে নতুন রূপে তৈরী করার পড়ে উদ্বোধন করেছিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্র্ভতি ওই মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিক কারণেই বোঝা যাচ্ছে ওখানে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে রাজনৈতিক আবেগ। আগের দিনই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন বড়মার নামেই হবে ফেরি পরিষেবার নামকরণ। এবার নৈহাটি ফেরি সার্ভিস বদলে তাই নামকরণ করা হল বড়মা ফেরি সার্ভিস। রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতরের পক্ষ থেকে এই নতুন বোর্ড লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি নৈহাটি বড়মা ফেরি সার্ভিসের নতুন টিকিটও ছাপানো হয়েছে। ফলে নৈহাটি গঙ্গার ঘাট থেকে যারা চিঁচুড়া পারাপার করবেন, তাঁদের নৈহাটি বড়মা ফেরি সার্ভিসের নামে নতুন টিকিট দেওয়া হবে। বড়মা এখন যুক্ত হয়ে গেলে গঙ্গার ওপারের চিঁচুড়ার সঙ্গে। এর ফলে অনেকটা উপকৃত হলো সকলের। কারণ ওই ফেরি ঘাট উন্নতির জন্য ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জানা গেছে সাংসদ তহবিল থেকে এই টাকা খরচ করা হয়েছে। নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে জানান, “নৈহাটির মানুষের মনের ইচ্ছে পূরণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। নৈহাটির বড়মা পুলিশফাঁড়ির ও নৈহাটির বড়মা ফেরি সার্ভিস পেয়ে নৈহাটিবাসী এখন খুবই খুশি।”

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত হাই ওয়েতে আর চলবে না টো টো, কড়া নির্দেশ কমিশনারেটের



কোনওরকম নিয়ম রীতির তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র টোটো চলাচল শুরু হয়েছে। ফলে শুরু হয়েছে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তা এড়াতে কল্যাণী এজ্ঞপ্রেসওয়ে এবং বেলঘরিয়া এজ্ঞপ্রেসওয়েতে টোটো চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার কথা শুক্রবার জানালেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। এদিন তিনি জানান, দুই এজ্ঞপ্রেসওয়েতে টোটো দেখলেই তা সস্বেসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেইসাথে নির্দিষ্ট ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। উল্লেখ্য, টোটো বন্ধ করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা ব্যানার দিয়ে ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে দুই এজ্ঞপ্রেসওয়েতে।

পঞ্চম বর্ষে শিশুদের বড়দিনের বাজার, পথ শিশুদের উদ্যোগে জমজমাট আয়োজন

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিনিউয়ে পথ শিশুদের উদ্যোগে আয়োজিত বড়দিনের বাজার পঞ্চম বর্ষে পা দিল। রবিবার অনুষ্ঠিত এই বিশেষ বাজারে পথ শিশুদের হাতের তৈরি সামগ্রী ছিল মূল আকর্ষণ। সমাজকর্মী মিত্রবিন্দা ঘোষের উদ্যোগে এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি বাজার নয়, বরং পথ শিশুদের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি মঞ্চ। মিত্রবিন্দা ঘোষ গণ পাঁচ বছর ধরে পথ শিশুদের আশে পাশে গাছ লাগিয়েছেন। তিনি

কসবায় পিস্তল ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, অভিযুক্ত গ্রেফতার

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ শনিবার সন্ধ্যা ৭ঃ৫৭ থেকে রাত ৮ঃ৪৪ এর মধ্যে, কসবা থানার বৌসেপুকুর রোডের ৬৬এ১এ নম্বর বাড়ির দক্ষিণ দিকে আবর্জনায় ভরা একটি ফাঁকা জমি থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় রবিবার সকাল থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কেন এই অস্ত্র ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করার শর্ম্মা ওরফে ছোট্টর হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার বয়ান অনুযায়ী এই অস্ত্র উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জমিটি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় ছিল এবং সেখানে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। অস্ত্র উদ্ধারের এই ঘটনায় কসবায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এবং ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে। এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

স্পা সেন্টারের আড়ালে দেহ ব্যবসা, নিউ টাউনে ধৃত ১০

বিধাননগর, ৮ ডিসেম্বর ঃ নিউ টাউনের অ্যাক্সিস মলের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত একটি স্পা সেন্টার থেকে দেহ ব্যবসার অভিযোগে তিনজন মহিলা সহ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। আগামীকাল অভিযুক্তদের বারাসাত আদালতে পেশ করা হবে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই স্পা সেন্টারের আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসা। বকরাঝে সাইনবোর্ডে স্পা লেখা থাকলেও সেখানে যে বেআইনি কার্যকলাপ চলছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হলেও পুলিশ এতদিন কেন তা জানতে পারেনি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা অভিযান চালিয়ে ১৭ জন মহিলাকে আটক করে। পরে এদের মধ্যে তিনজনকে স্পা পরিচালনার অপরাধে এবং সাতজনকে কার্টমার হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মানবপাচার আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিউ টাউনে এ ধরনের আরও একাধিক স্পা সেন্টারের আড়ালে বেআইনি মথুচক্রের অভিযোগ উঠেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্পা সেন্টারের বিজ্ঞাপন এবং ফোন নম্বর থাকা সত্বেও, পুলিশের তৎপরতার অভাব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ আরও তদন্ত শুরু করেছে এবং নিউ টাউনের অন্যান্য স্পা সেন্টারের উপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আন্দোলন

সমীর দাসঃ বাংলাদেশে বেশ কয়েক দিন ধরেই চলছে হিন্দু নির্যাতন কর্মকাণ্ড। আর ইউনুস সরকার সব দেখেও অন্ধ গৃহরাষ্ট্র হয়ে আছেন। আর এর মধ্যেই শনিবার বাংলাদেশের একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন ভারতীয় বস্ত্র পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখায়। আর তার প্রতিবাদ রবিবার দেখা গেলো সপ্তকলৈকে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন ও অত্যাচারের প্রতিবাদে জামদানি শাড়ি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন রাজ্যের বাঙালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। প্রতীকী এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন বহু মানুষ। কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে করুনামাী চত্বর। শ্লোগান শাউঁতেন এর পাশাপাশি পাশাপাশি পোড়ানো হল ঢাকার জামদানি শাড়ি। বাংলাদেশের অস্থিরতার উত্তাপ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে ভারত তথা আর্গেই। দ্বিপ্লার হাটেল মালিকরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ না হলে তারা বাংলাদেশিদের হাটেলের আশ্রয় দেবেন না।

র‍্যাকমেইল করে ঠকানোর অভিযোগ সারপ্রাইজ দেওয়ার নামে প্রেমিকের চোখ বেঁধে পুরুষাঙ্গ কেটে নিল প্রেমিকা, চাঞ্চল্য হাওড়ায়

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বরঃ র‍্যাকমেইল করে ঠকানোর অভিযোগ। সারপ্রাইজ দেওয়ার নামে প্রেমিকের চোখ বেঁধে তার পুরুষাঙ্গ কেটে নিল প্রেমিকা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড়ের পার্বতীপুরে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রেমিক যুবককে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু কোনও কারণে যুবতীকে র‍্যাকমেইল করছিল ওই যুবক। শনিবার রাতে তাকে ডেকে পাঠায় যুবতী। বাড়ির কাছেই প্রেমিক

যুবককে বাগানে ডেকে নিয়ে যায় সে। এরপর সারপ্রাইজ দেওয়ার নাম করে গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে দেয়। চোখ ঢেকে দেয় প্রেমিকের। এরপরই আচমকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয় প্রেমিকের পুরষাঙ্গ। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ জাহাঙ্গির বলেন, এদের একটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সারপ্রাইজ দেব বলে মেয়েটি একটি বাগানে ওই যুবককে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে ছেলোটির চোখ বেঁধে ছুরি দিয়ে গোপনাঙ্গ কেটে দেয়। দুজনেই একই পাড়ায় বসবাস করে। এমন ঘটনা আগে এখানে ঘটেনি। আরেক স্থানীয়

সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নন্দীগ্রামে



নন্দীগ্রামে এই সমবায়ের ৭টি আসন রয়েছে যেখানে সব মিলিয়ে ২২ জন প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নন্দীগ্রামে এই সমবায়ের নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছে ১নং ব্লকের কাঞ্চননগর হাইস্কুলে। সকাল থেকেই এই ভোটগ্রহণ খালে চাপা উত্তেজনা ছিলই। তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াইয়ে চারিদিকে দলীয় পতাকায় ছেয়ে দেওয়া হয়। তারই মাঝে

পুলিশ হেফাজতে আসামিকে মারধরের অভিযোগ, সোচ্চার আইনজীবীরা

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ প্রসঙ্গত গত জুন মাসে রাজারহাট থানায় এক ব্যক্তির একটিস্টি থেকে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রতারণা হয় বলে এই মর্মে রাজারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই ঘটনা তদন্ত শুরু করে রাজারহাট থানার পুলিশ। রাজারহাট থানায় ২৭২২৪ এই মামলায় গত ৩০ তারিখ দিলাবার হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রথমে তাকে ৬দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করে পুলিশের আধিকারিকের, পরবর্তীতে ফের ৪ দিনের পুলিশে হেফাজত না হয়। অভিযোগ এই পুলিশে হেফাজতে থাকাকালীনই তার কাছে ৪ লক্ষ টাকা দাবি করে রাজারহাট থানার তদন্তকারী অফিসার চন্দ্রকান্ত বেড়া। শুধু তাই নয় দিলাবার এর আরও দাবি তাকে এমনটাও বলা হয়েছে এবার হেফাজতে নিয়ে ফের তাকে মারধর করা হবে, টাকা দিলে মামলা থেকে নিষ্পত্তি পাবে। শুধু দিলাবার নয় তার নিকট আত্মীয়ও বলছে অর্থ চেয়েছিল পুলিশ। আসামের সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি পরিবারের সদস্যদের, দূর ব্যবহার করা হয়েছে দিলাবার এর আত্মীয়র সাথে । দিলাবার এর আইনজীবী

জানিয়েছে তাকে প্রথমে তিনদিন

পরবর্তীতে চার দিনের পুলিশের

হেফাজত নেওয়া হয়। কিন্তু আজ

যখন তাকে কোর্টে প্রোডাকশন করা

হয় তখন তার শরীরে আঘাত রয়েছে

এরপরেই বিষয়টি বিচারপতির

নজরে নিয়ে আসে তারা আইনজীবীরা। তিনি আরও

বলেন হেফাজতে থাকাকালীন কোন

অভিযুক্ত কে মারধর করা যায় না

এমনটা আইনেই রয়েছে কিন্তু

তারপরও তাকে মারধর করা

হয়ছে এমনটাই অভিযোগ।

দিলাবার এর শারীরিক চিকিৎসার

নির্ণেশ দিয়েছে বিচারপতি। গোটা

বিষয়ে জানার পরে দিলাবারকে

জামিনের আদেশন মঞ্জুর করে। এই

তদন্তকারী আধিকারিক এর বিরুদ্ধে

যা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা

আইনজীবীরা নেবে এমনটাই

জানান।

এ ঘটনার পরেই তদন্তকারী

আধিকারিক বারাসাত আদালতে

সদর দরজা ছেড়ে পিছন দরজা

দিয়ে গাড়িতে উঠে আদালত চত্বর

ছাড়েন। যদিও এ বিষয় নিয়ে পুলিশ

আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ

করলে কোন মন্তব্য করতে চাইনি

তারা । তবে গোটা ঘটনায় ফের

একবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

উঠতে শুরু করেছে।

চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে জয়নগরে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ ডিসেম্বরঃ বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ পঞ্চের পরিচালনায় রবিবার বিকালে বাংলাদেশে ইসকনের চিন্ময় প্রভুর নিঃ শর্তে মুক্তি ও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধের প্রতিবাদে জয়নগর থানার মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল। এদিন উত্তর দুর্গাপুর থেকে,জয়নগর তিলা পাড়া থেকে, জয়নগর মজিলপুর বুড়ার ঘাট থেকে ও জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল মোড় থেকে মোট চারটে মিছিল এসে জয়নগর থানার মোড়ে জমায়েত হয়। এবং জয়নগর থানার মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সমাজের উপর এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র ভাষায় নিিন্দা করা হয়। এদিন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান ইউনুসের খবিতে জুড়োর মালা পড়িয়ে কুশু পুওলিকা পোড়ানো হয়। এদিনের এই প্রতিবাদ সভায় বহু হিন্দু ধর্মের মানুষ অংশ নেন।যেকোনো ধরনের গণ্ডগোল এড়াতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিলো এদিন।

আঁকো প্রতিযোগিতা এবং ‘য়েমন খুশি তেমন সাজে’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিশি বোস। বড়দিনের এই বিশেষ বাজার কেবল এক দিনের উৎসব নয়, বরং এটি পথ শিশুদের সৃজনশীলতা এবং মনোবল বাড়ানোর একটি প্রচেষ্টা। মিত্রবিন্দা ঘোষের এই উদ্যোগ পথ শিশুদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

র‍্যাকমেইল করে ঠকানোর অভিযোগ

সারপ্রাইজ দেওয়ার নামে প্রেমিকের চোখ বেঁধে পুরুষাঙ্গ কেটে নিল প্রেমিকা, চাঞ্চল্য হাওড়ায়



বাসিন্দা সবুর লঙ্কর বলেন, হাসপাতালে যুবক বয়ান দেয় মেয়েটি তার হাত, চোখ বেঁধে গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছে। ওই মেয়েটির সঙ্গে যুবকের একটা

সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটল তা জানা নেই। কতদিন তাঁদের সম্পর্ক তা জানা নেই। মেয়েটি এলাকারই বাসিন্দা। তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

জখম অবস্থায় ওই যুবককে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় যে দোষী তার উপযুক্ত শাস্তি হোক এই আশ্বিরের দাবি।

এদিকে, যুবতীর কাকা বলেন, আগে আমি কিছুই জানতে পারিনি। রাতে পুলিশ এসে ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করায় বিষয়টি জানতে পারি। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ পুলিশ আসে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারি পারি ওই ছেলোটির সঙ্গে ভাইঝির একটা সম্পর্ক ছিল। সেই ছেলোটি তাকে অনেকদিন ধরে র‍্যাকমেইল করছিল। সেই কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার ভাইঝি খুব খারাপ কাজ করেছে। ভাইঝিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নন্দীগ্রামে

পুলিশের সামনেই দৃষ্কতীরা নির্দিধায় বোমাবাজি চালিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় ছুটে যান তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ বর্তমানে বিজেপির নেতা দিবোদু অধিকারি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে তিনি বোমাবাজির এলাকায় গিয়ে দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়ান। পুলিশও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঠে নামে। দীর্ঘ চেষ্টার পর বোমাবাজি কিছুটা থামলেও উত্তেজনার পরিস্থিতি থাকায় বহু ভোটার আর বুথ মুখে হতে চাননি। তবে

নন্দীগ্রাম থানা সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাস্থলে জেলা পুলিশের কর্তাব্যক্তিরাও হাঙ্গির রয়েছেন। সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে পুলিশ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মেঘদান পাল জানান, ‘‘গতকাল থেকে বুথ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

১০০ মিটারের বাইরে ক্যাম্প করার কথা বলা হয়েছে। অথচ কেন্দ্রের রীতিমতো প্রহসন করছে তৃণমূল। পুলিশের সামনেই ব্যাপক বোমাবাজি করল ওরা। আমাদের এক নেতার মাথা ফাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার জেরে আমি নিজেও আমার ভোটটি দিতে পারিনি। মেঘনাদের দাবী, ‘‘নন্দীগ্রামের ভোটারদের ওপর তৃণমূলের আস্থা নেই বলেই এমন বোমাবাজি করছে।

কলকাতায় একযোগে দশটি মের্ট্রো স্টেশনের সামনে বাংলাদেশী প্রোডাক্ট পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ও মডারেট মুসলমানদের গণহত্যার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই ভারতে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশীদের সামাজিক ভাবে বয়কট করার কর্মসূচী শুরু করেছে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল অখিলভারত হিন্দুমহাসভা । এবার তারা রাজ্য সভাপতি



উস্তর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে একযোগে কলকাতার দশটি মের্ট্রো স্টেশনের সামনে একই সময়ে সমস্তরকম বাংলাদেশী পণ্যসামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে বয়কট বাংলাদেশকে সার্বিক ভাবে বয়কট করা উচিত কারণ বাংলাদেশ আজ উম্মাদ সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে । আর সেই জন্যই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বাংলাদেশী বৃদ্ধ সেনা আধিকারিকও চার দিনের মধ্যে কলকাতা পর্যন্ত দখল করার বা ভারত এবং আমেরিকাকে একযোগে দখল করার আশ্বাফান করছেন । ওরা ভুলে গেছে আমাদের সেনা জওয়ানদের আত্মবলিদানের ফলেই আজ পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে । আজ এই দেশে মহিলাদের একা বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ, বোরখা পড়ার বাধ্যবাধকতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করার ফতোয়া জারি হওয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙা ও তার

বেশ কিছুদিন ধরেই উন্মুক্ত করছে বাংলাদেশ এবং এক্ষেত্রে ভারতের অতিরিক্ত সহনশীলতা এবং তােগমূলক বৈদেশিক নীতিও কিছুটা দায়ী থাকতে পারে বলে অনুমান । পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন অনুযায়ী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাবুর অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানো প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন উস্তর গোস্বামী । হিন্দুমহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল বলেন বাংলাদেশে যেভাবে শিশু ও নারীরা অত্যাচারিত হচ্ছে সেটা যেকোন সভ্য সমাজকে লজ্জা দেয় । চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে অন্যা্যর ভাবে গ্রেপ্তার এবং ইসকনের উপর লাগাতার আক্রমণ একথা প্রমাণ করে বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বলে কিছু নেই । মহিলা শাখার কনভেনর প্রজ্ঞা ভারতীর বক্তব্য বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের ভাইদের প্রাণে মারা হচ্ছে তাই পাল্টা আমরা ওদের ভাতে মারতে চাই । বাংলাদেশী প্রোডাক্ট সম্পূর্ণ ভাবে বয়কট করে এবং বিক্ষুব্ধ হিসেবে দেশীয় হস্তশিল্পজাত প্রোডাক্টকে প্রমোট করেই ওদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। বাংলাদেশে পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে উস্তর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে অখিলভারত হিন্দুমহাসভার পশ্চিববঙ্গ শাখা আগামী দিনে যে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছে সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ।

বাকসাড়ায় পুরসভার পাইপলাইনর কাজ চলতি মাসের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলো

হাওড়া, ৮ ডিসেম্বরঃ হাওড়া শহরের জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ফের উদ্যোগ হাওড়া পুরসভার। কিছুদিন আগেই হাওড়ার বাকসাড়া এলাকায় জল সরবরাহের বড় পাইপলাইনে লিকেজের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেই কারণে ইতিমধ্যেই হাওড়া পুরসভার জল বিভাগের তরফ থেকে এই এলাকায় নতুন করে কুডি ফুট দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শনিবারই ওই এলাকায় যান হাওড়া পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ পুর প্রশাসক সৈকত চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিক। এই বিষয়ে সৈকত চৌধুরী বলেন, হাওড়া

পুরসভার জল বিভাগের তরফ থেকে শনিবার বাকসাড়া অঞ্চলে একটি জলের পাইপলাইন পরিদর্শন করা হয়েছে। এটি ১৫৭৫ ডায়ামিটারের পাইপ। কিছুদিন আগেই ওই বড় পাইপলাইনটি লিকেজ হয়েছিল। এবং সেটি জলের নিচে থাকার কারণে ওই পাইপটির একদম খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিল। ওই লিকেজ সারাই করা সত্ত্বেও কিছুদিন বাদে পুনরায় দেখা যায় লিকেজের পাশাপাশি অংশেও নতুন করে লিকেজ সৃষ্টি হচ্ছিল। ভবিষ্যতে যাতে এরকম লিকেজ না হয় সেই

কারণে বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। দৈর্ঘ্যে প্রায় কুড়ি মিটারের মতো লম্বা পাইপলাইনের একটি অংশ নতুন করে প্রতিস্থাপন করতে চাচ্ছে। এই কাজ আমরা ক্রত শেষ করতে চাই। সেই কাজ কতদূর এগিয়েছে তা এদিন পরিদর্শন করা হয়েছে। চলতি ডিসেম্বর মাসেই এই কাজ আমরা সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারব বলে মনে করছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৯ সংখ্যা, সোমবার ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সত্যজিৎ রায়ের বঙ্গ প্রেম

লীলা মজুমদার একবার বলেছিলেন, মনে করলে মানিক কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু অনেক অনুরোধ স্বত্ত্বেও সে বাংলা সিনেমার বাইরে পা রাখেনি। সত্যিই তো সারাজীবন থাকলেন ভাড়া বাড়িতে। “‘আমি মনে করি ভারবলই ছবির মাধ্যমটাকে যদি কেউ বোঝে তবে, তিনি হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়। দেখুন, মেজে - ঘষে পড়াশোনা করে একটা স্তর পর্যন্ত রগড়াতে রগড়াতে পৌঁছানো যায়, এমনকি হয়তো প্রবন্ধকার বা ইঞ্চুল মাষ্টারের স্তর ছাড়িয়ে এক ধরনের শিল্পীতেও পরিণত হওয়া যায়। কিন্তু জাতশিল্পী হতে গেলে অন্য আরএকটা এলেম লাগে।” পথের পাঁচালি ছবি দেখার পর বলেছিলেন স্বাক্ষি কুমার ঘটক। এই ছবির মানবিক বক্তব্য, ছদ্মযয় দৃশ্য, স্বাভাবিক সংলাপ চিত্তাশীল ও রুচিশীল দর্শককে কীরকম স্তম্ভিত করেছিল, সেখকা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাহান্তর বছর বয়সে যখন অসুস্থ শরীরে একটি মাস্ককে তৈরি করছেন, প্রথম দিনের মতোই সেই প্রখর কাভুজ্ঞান। দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেছেন সত্যজিৎ। তিনি বাঙালির সাত রাজার ধন এক মানিক। অথচ এটাও আশ্চর্যজনকভাবে করে, আমরা যে দুজনকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাফকরা করেছি, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিৎ দুজনই গড় বাঙালি চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করতেন। ডি জে কীমার কোম্পানির বড়ো অঙ্কের বেতনের চাকরি ছেড়ে, স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে আড়াই বছর ধরে ছবি তৈরির ঝুঁকি, আর যাইহোক শাস্তিপ্রাপ্ত, ভবিষ্যৎ সচেতন বাঙালি কখনোই নিত না। বিশেষ করে, দেনার দায় সত্ত্বেও কজনই বা স্পর্ধিত কণ্ঠে বিধান রায়ের সমানে বলতে পারতেন, শিল্পীর স্বাধীনতা মতো ছবি করতে না পারলে তার প্রয়োজন নেই অর্থ সাহায্যের। হয়তো গড় চরিত্রের বিপরীত মেরুর লেইই আমরা তাঁদের নিয়ে এতটা আশ্বস্ত হই ! লীলা মজুমদার একবার বলেছিলেন, মনে করলে মানিক কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু অনেক অনুরোধে স্বত্ত্বেও সে বাংলা সিনেমার বাইরে পা রাখেনি। সত্যিই তো সারাজীবন থাকলেন ভাড়া বাড়িতে, ছবি পরিচালনার সাথে সাথে চিত্রনাট্য, সঙ্গীত সমস্ত বিষয়ই নিজে সামলাতেন অথচ প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা নিতেন শুধু ছবি পরিচালনার জন্য। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সংসার চলত বইয়ের রয়ালটির ঢাকায়। বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য বহিপাসের ধারে সরকারী বাংলা দিতে চেয়েছিলেন, নেন কি। এই সংযম বর্তমান সময়ে আলৌকিক মনে হয়, বিশেষ করে বর্তমান বঙ্গের বুদ্ধিবিভাষিত দার্শনিকদের দেখার পর। নিজের অবস্থা নিয়ে কোনোদিন কোনো আক্ষেপ্য ছিল না সত্যজিৎের। বছরে একটা ছবি করতেন। চলচ্চিত্র থেকে চিত্র, চিত্র থেকে সাহিত্য, সম্পাদনা, ক্যালিগ্রাফি, কোরিওগ্রাফির বিশাল পরিসরে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এত ব্যুৎপত্তি তাঁর মতো কজনেরই বা ছিল? সৃষ্টিশীলতার কোনো ভান তাঁর ছিল না, শিল্পের মাঝেই বিকাশ।

ল্যাণ্ডমার্ক অভিনেতা সন্তোষ

জটায়ু’ বাদে সন্তোষ দত্ত অভিনীত ৭টি চরিত্র যা চিরস্মরণীয়। ১৯৫৮ সালে সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশপাথর’ ছবি দিয়েই বাংলা সিনেমায় তাঁর পথচলা শুরু। যারা দেখেছেন ছবিটি তাঁরা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন সংবৎনা অনুষ্ঠানের ঘোষককে। তখনও বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কাছে অজানা ছিল যে এক অসামান্য অভিনেতার যাত্রা শুরু হল। বাংলায় প্রায় পঞ্চাশটি ছবিতে অভিনয় করেন সন্তোষ দত্ত। কিন্তু বাংলা ছবির বেশিরভাগ দর্শক তাঁকে মনে রেখেছেন ফেলুদা সিরিছের ‘ভটায়ু’ হিসেবে। তা বাদে সন্তোষ দত্ত অভিনীত আরও বহু চরিত্র রয়েছে যা বাংলা সিনেমায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘গবেষক’ হীরক রাজার দেশে, ১৯৮০)। সত্যোত্তম অভিনীত সেরা চরিত্রগুলির তালিকায় সবচেয়ে উপরে রাখতেই হবে এই চরিত্রটিকে, সমাজবিমুখ, রাজনৈতিক সচেতনতা-বর্জিত এক বিজ্ঞানী, যে তার আবিষ্কারের সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়ে বিপদমূর্ত্তে ভাবিত বন। চরিত্রটিকে প্রথম থেকে দর্শক ভেবে বসবেন আপাত-নিরীহ, কিশিৎ লোভী এক জ্ঞানের উপাসক। কিন্তু ছবির শেষের দিকে যখন সে উগ্র হয়ে উঠে বলে, ‘আমি কারও দলে নই, আমি বিজ্ঞানী’, তখন পরিচালক ঠিক যে বার্তা দিতে চান দর্শককে, তা অসম্ভব দক্ষতায় ঢেঁকে আঙুল দিয়ে দর্শককে দেখান অভিনেতা। শুভ্রিারাজ ও হাজারাজা (গুপ্তী গিরী বাঘা বাইন, ১৯৬৮)। এই দুটি চরিত্রই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পর বিরোধী এই দুটি চরিত্রেই সন্তোষ দত্তের অসামান্য অভিনয় যদি না থাকত, তবে এই ছবির প্রয়োগ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বিশেষ করে হাজারাজার চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘হাল্লা চলছে যুদ্ধে’ গানের দৃশ্যটির শেষে যখন গুপ্তী তার গান ধরে, যখন একটু একটু করে হাজারাজার উপর বরফির জাদুর প্রভাব কমতে থাকে, চরিত্রের ওই ট্রানজিশনটি অনবদ্য। অভিনয় শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হওয়া উচিত ওই দৃশ্যটি। আবার শুভ্রিারাজার চরিত্রটি এমনই শুভ্র, তা কমিক হলেও এত রাজকীয়, অভিনয়ের এই ভারসাম্যই অত্যন্ত কঠিন যা তিনি অত্যন্ত সহজাত ভাবে করতেন। অবলাকান্ত (ওগো বধু সুন্দরী, ১৯৮১)। সন্তোষ দত্তের অন্যতম সেরা অভিনয় এই চরিত্রটি। নিতান্তই বাণিজ্যিক সিনেমা এবং ছবির বিপর্যস্তও অগভীর কলকাতা তাঁর কাজটুকু করেছেন অপরিসীম দক্ষতায়। পপুলার কালচারে এই চরিত্রটি একটি লেজেন্ড যা নিয়ে চার দশক পরেও দর্শক নিয়মিত আলোচনা করেন। আলিবারা (মর্জিনা-আবদাল্লা, ১৯৭৩)।এই চরিত্রটি নামমাহাত্ম্যেই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক প্রজন্ম রূপকথার বইতে যে চরিত্রকে কাকা পড়ে বড় হয়েছে, সেই ফ্যান্টাসি চরিত্রে রূপদান নিঃসন্দেহে অভিনেতার জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি। ছবিটি যেমনই হোক না কেন, আলিবারা চরিত্রে সন্তোষ দত্তের অভিনয় চিরস্মরণীয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



‘স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে’। এই কথাটি ভারতে প্রতি প্রান্তে প্রচারিত। কথাটির মানে হল স্বদেশে রাজা পূজিত হন। আর

রামকৃষ্ণ-কথামৃত



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ওরে তোরা ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহ কর। তাহলে শক্তি পাবি। মধু হচ্ছে এখানে জ্ঞান এবং শিক্ষা। শিক্ষাই পারে অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে। আর কারোর কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন

ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের জবানবন্দি যা ভারতের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বলতার সাক্ষ্য বহন করে থাকে

বিশেষ প্রতিবেদক

আলিপুর মামলা চলছে। আলিপুর প্রথম শ্রেণির এল বার্লি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯০৮ সাল ৪ মে আমার সমানে ইরেজি ভাষায় ২২ বছর বয়সী উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী। উল্লাসকর দত্ত - আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতে বৈদ্য এবং পেশায় গোপালক। আমার বাড়ি মানজকালীকংশা, থানা ব্রাহ্মণবেড়িয়া, জেলা তিপ্ররে। আমি শিবপুর, হাওড়া জেলা থাকি। প্রশ্ন : আপনি কি আমাকে বিবৃতি দিতে চান? উত্তর : হ্যাঁ। প্রশ্ন : বিবৃতিটি কি আপনার ওপরে কোনও চাপের জন্য আনা হচ্ছে? উত্তর : না।। আমি পুলিশকে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছি, সেই বিবৃতি দিতে চাই। প্রশ্ন : আমার কাছে মোখিকভাবে বিবৃতি দিতে আপনার আপত্তি আছে? উত্তর : না। প্রশ্ন : আপনার গল্প কি? উত্তর : আমি বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে ৪ বা ৫ বছর ধরে চিনি এবং ৯ বা ১০ বছর আগে আমি তাঁর সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম। প্রশ্ন : কোন পরিস্থিতিতে আপনি যোগ দিয়েছিলেন? উত্তর : যুগান্তরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে একটি গোপান সোসাইটি চালু করা হবে এবং আমার যোগদানের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাই বারীন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রশ্ন : সোসাইটিতে যোগদানের সময়ে আপনি কি করতেন? উত্তর : আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত করতাম। প্রশ্ন : আপনি কখন এটা শিখলেন? উত্তর : আমি যোগদানের আগে। প্রশ্ন : কীভাবে? উত্তর : আমি আমার নিজের একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরি তৈরি করেছি এবং অল্প পরিমাণে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। প্রশ্ন : কোথায় পড়াতেন? উত্তর : না। প্রশ্ন : কোনও বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আপনার কাছে তথ্য আছে? উত্তর : আমি চন্দননগরে ট্রেন ধ্বংসের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে একা গিয়েছিলাম এবং একটি লোহার সিলিভারের তৈরি একটি মাইন নিয়ে গিয়েছিলাম যার মধ্যে ডিনামাইট ছিল। ট্রেনটি দ্রুত আসার কারণে আমি এটিকে ঠিকভাবে বসাতে পারিনি এবং এটির ব্যবস্থা করতে পারিনি। প্রশ্ন : মাইনটি কারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল? উত্তর : স্যার অ্যান্ড ফ্রেন্ডসকে ফ্রেগে ট্রেনের জন্য। প্রশ্ন : কে মাইনটি তৈরি করেছে? উত্তর : আমি নিজে। তারপরেই খড়গপুর ব্যাপার। আমি সেখানে বাইনি, বরেন বিভূতি আর প্রফুল্ল চাকী গেল। তাঁরা আর একটি মাইন নিয়েছে। প্রশ্ন : কে তৈরি করেছে?



মাস ধরে একটি করার অভ্যাস ছিল। প্রশ্ন : সেখানে কী হতো? উত্তর : নতুনদের জন্য আমাদের জন্য ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্লাস হতো। আমি সেখানে উপনিষদ (একটি পবিত্র গ্রন্থ) পড়তাম। আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত এবং পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহার করতাম। প্রশ্ন : অন্য কেউ কি বিস্ফোরক তৈরি করে পরীক্ষা করেছিলেন? উত্তর : সেখানে নেই। হেমচন্দ্র দাস যিনি সম্প্রতি ফ্রাণ থেকে এসেছেন, তিনি নিজের জায়গায় এবং গোপী মোহন দত্তের সাথে একত্রিত হয়ে বোমা তৈরি করতেন। প্রশ্ন : আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর : আপনি আমাকে প্রশ্ন করলে বলতে পারি। প্রশ্ন : আপনি কী মজফরপুরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন? উত্তর : হ্যাঁ। আমি জানি প্রফুল্লচন্দ্র চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। আমি জানি কারণ আমি গোপী মোহন দত্ত সেনের ছিলাম, যখন তাঁরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। প্রশ্ন : তাঁরা তাঁদের সাথে কী নিয়ে গেছেন? উত্তর : একটি বোমা। প্রশ্ন : তাঁরা এটা কীভাবে

নিয়েছেন? উত্তর : একটি ক্যানভাস ব্যাগে যা আমাদের এবং বিশেষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর পড়াশুনা করেছিলেন। বাঙালিদের নিয়ে নিন্দা করায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহেব অধ্যাপক র‍্যাসেলের গায়ে হাত তোলেন। এর জন্য কলেজ কর্তৃ পক্ষ তাঁকে তিরস্কারও করেছিলেন। পরে দেড় বছর ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বারীন ঘোষের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে উল্লাসকরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বারীন ঘোষের কথায় মুগ্ধ হয়ে ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করেন। ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ার সময়ে কীভাবে বোমা তৈরি করতে হবে তা ফর্মুলা তৈরি করে ফেলেন। উল্লাসকর গোপনে বোমা তৈরি করতেন। বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল দেওঘরের একটি জঙ্গলে দিঘিরিয়া পাছাড়ে। বোমা পরীক্ষা করতে উপস্থিত ছিলেন বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল মারা বান, গুরুতর আহত হয়েছিলেন উল্লাসকর। ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মজফরপুরে উপস্থিত হয়ে কিসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। পুলিশের হাতে সেখানে ক্ষুদিরাম ধরা পরলেন এবং প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করলেন। ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতা জুড়ে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে শুরু করলো। তখন উল্লাসকর দত্ত ছিলেন মানিকতলার মুরারি পুকুর বাগানে। সেখানে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে পরীক্ষার দন্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশের আদালতে তুললে বিচারপতি অভিযুক্ত বিপ্লবীদের আলিপুর কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। ১৯০৯ সালে ৬ মে বিচারপতি চার্লস পোর্টেন বিচারকর্ট ডুড্ডায় রায় দিয়ে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রদান করেছিলেন। সেই রায়ে বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির দাপ্তারের জন্য চাপ দিয়েছে? উত্তর : না। প্রশ্ন : আপনার বলার কিছু আছে? উত্তর : আমি ৩২ মুরারিপুকুর থেকে থাকি। দেড় মাস ধরে গীতা অধ্যয়ন করেছি এবং বোমার খোল তৈরি করেছি। প্রশ্ন : কোন পরিস্থিতিতে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন? উত্তর : বরেন বাবুর সাথে আমার দেড় মাস আগে কলেজ স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর নাম আগে থেকেই বোমাইটি রয়ছে এবং বলেছিলেন যে আমি ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে যোগদানের অনুমতি দিতে পারেন। প্রশ্ন : তিনি কি বলেছিলেন এর উদ্দেশ্য কী? উত্তর : না। আমি আগেই জানতাম যে এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে বৈদেশি চোয়াল থেকে মুক্ত করা এবং একটি উন্নত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রশ্ন : আপনি কোথায় শিক্ষিত হয়েছিলেন? উত্তর : আমি খুলনার আলিগোওয়া উচ্চ বিদ্যালয় পড়েছিলাম এবং ১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করি। তারপরে দুই মাস



করা অভাব ছিল। প্রশ্ন : আপনি বলছেন খড়গপুর ঘটনার জন্য আপনি মাইন তৈরি করেছেন। কাকে দিয়েছেন? উত্তর : বারীনবাবুর কাছে। গোনাবাগান বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাক্ষর- এল বার্লি, ০৪.০৫.১৯০৮। আমি যোগ করতে চাই যে আমার স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য হল যে নিরাপরাধ ব্যক্তিরা কষ্ট পাবে না। স্বাক্ষর - উল্লাসকর দত্ত (অভিযুক্তের স্বাক্ষর) স্বাক্ষর - এল বার্লি (ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর)। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের হাত ধরেই উল্লাসকর দত্ত বিপ্লবী যুগান্তর বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান।বিপ্লবী অরবিন্দের নির্দেশে বারীন ঘোষ তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্য সংগ্রহ অভিযানে রত। সেই সময়ে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বারীন ঘোষের। উল্লাসকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উল্লাসকর দত্তের পিতার নাম দ্বিজদাসচন্দ্র দত্ত। গ্রাম ও কলিকাতা। থানা ও ব্রাহ্মণবেড়িয়া। তিপ্রারা, শিবপুর। ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫ সালে তিনি কালিকাত্তে জন্ম গ্রহণ করেন। কুম্ভিনা স্কুলে

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব “ ও আমার দেশের মাটি তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা’”

রবীন্দ্রকুমার শীল

পরিচালক তপন সিনহাকে তো ভুলে গেলে চলবে না। বিস্মৃত বাঙালি জাতিকে পরিচালক তপন সিনহাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি বহু আগে থেকেই গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব



কমিটির সদস্যরা। এবার তো তাঁর জন্মশতবর্ষ। এই জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রয়াত পরিচালকের একটি জীবনী সহ তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকাণ্ড নিয়ে দুর্লভ বই প্রকাশ করেছে পিচমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ‘দুর্গা’ উমা দাশগুপ্ত ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্্যোগ গ্রহণ করে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি। সেই কারণে উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন একটি করে ‘ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি’ প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র উৎসব বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান লেখায় পরিপূর্ণ এই ‘ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি’। ‘পথের পাঁচালী’ ছবির দুর্গা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উমা দাশগুপ্ত। সেই উমা দাশগুপ্ত ‘পথের পাঁচালী’ ছাড়া আর কোনও ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। সারা জীবন তিনি ‘দুর্গা’ হয়ে থাকাই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। সেই বাসনাকে আঁকড়ে ধরে রেখে তিনি ইহলোকে পাড়ি দিলেন যখন কলকাতা

পাধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে ভাই দিদির সম্পর্ক বজায় ছিল। উমা দাশগুপ্ত চলে ইহলোকে ত্যাগ করতেই খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ‘অপু’ সুবীরের। সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে কোনও টাকা পয়সা তিনি নেননি। টাকা পয়সা নেওয়ারকে বিশেষ লজ্জা বলে মনে করেছিল দাশগুপ্ত পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্র সম্পূর্ণ রচনাবলী উপহার দিয়ে ছিলেন উমাকে। সেই বইগুলি আজও অটুট। তাঁর ঘরে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গার সংলাপ।

শতবর্ষে অরুন্ধতী দেবী : এরপরে এই বছরই অভিনেত্রী অরুন্ধতী দেবীর শতবর্ষ। তিনি যে বড় ধরনের অভিনেত্রী ছিলেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা অরুন্ধতীর অভিনয় দেখেছেন তারা এই অভিনেত্রীকে কোনও দিনই ভুলতে পারবেন না। রবীন্দ্র প্রেমিক



ছিলেন অরুন্ধতী দেবী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে ‘বারমোনিয়াম’, ‘বিনদের বন্দী’, ‘জতুগৃহ’, ‘ভগিনী নিবেদিতা’, ‘শতদুর্গহ’, ‘ভগিনী নিবেদিতা’, ‘অথচ আবার পাখা’, ‘বিচারক’, ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ প্রভৃতি। আসলে অরুন্ধতী দেবী ছিলেন রোমান্টিক অভিনেতা। তিনি বহু রোমান্টিক ছবিকে

প্রহরীদের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। উন্মাদরোগগ্রস্ত উল্লাসকর আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন। পরে মাদ্রাজ উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ১৯২০ সালের ৩ জুন তাঁকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে অত্যাবশ্যকীয় আইন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে এসে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে ১৮ মাস কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি দুটো বই লিখেছিলেন আন্দামান কারাগার সম্পর্কে। প্রথম বইটি হচ্ছে ‘দ্বীপান্তরের কথা’ এবং দ্বিতীয় বইটি ‘আমার কাজীবন’ (মাই প্রিজন্ লাইফ) ১৯২৪ সালে প্রকাশ লাভ করে। ১৭ মে ১৯৬৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

১৯০৮ সালে ৪ মে তালিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির কাছে ইংরেজি ভাষাতে ১৮ বছর বয়সী অভিযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়ের স্বীকারোক্তি : আমার পিতার নাম তারকনাথ রায়। আমি জাতে কায়স্থ এবং পেশায় তালুকদার। আমার বাড়ি মৌজা শ্রীফলতলা। থানা খুলনা। জেলা খুলনা। আমি থাকি ৩২ মুরারি পুকুর রোড, মানিকতলয়া। প্রশ্ন : আপনি কি একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর : হ্যাঁ। আমি ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি তৈরি করেছি। প্রশ্ন : আপনি কি এটাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারালয়ে পাঠ করতে চান। জানা দরকার যে এটা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর : হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। প্রশ্ন : কেউ কি আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে? উত্তর : না। প্রশ্ন : আপনার বলার কিছু আছে? উত্তর : আমি ৩২ মুরারিপুকুর থেকে থাকি। দেড় মাস ধরে গীতা অধ্যয়ন করেছি এবং বোমার খোল তৈরি করেছি। প্রশ্ন : কোন পরিস্থিতিতে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন? উত্তর : বরেন বাবুর সাথে আমার দেড় মাস আগে কলেজ স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর নাম আগে থেকেই বোমাইটি রয়ছে এবং বলেছিলেন যে আমি ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে যোগদানের অনুমতি দিতে পারেন। প্রশ্ন : তিনি কি বলেছিলেন এর উদ্দেশ্য কী? উত্তর : না। আমি আগেই জানতাম যে এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে বৈদেশি চোয়াল থেকে মুক্ত করা এবং একটি উন্নত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রশ্ন : আপনি কোথায় শিক্ষিত হয়েছিলেন? উত্তর : আমি খুলনার আলিগোওয়া উচ্চ বিদ্যালয় পড়েছিলাম এবং ১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করি। তারপরে দুই মাস বাড়িতে ছিলাম। কারণ আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারি জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। বারীনবাবুর যোগাড় করেছিলেন পরে বারীনবাবু, বিভূতি সরকার এবং প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে গোলা তৈরি করতে লাগলাম। প্রশ্ন : এই গোলাগুলি দিয়ে কিছু করা হয়েছিল? উত্তর : হ্যাঁ। চন্দননগর মেয়রকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছি। আমি, বারীনবাবু এবং শ্রীরামপুরের একজন লোকের সাথে যার নাম জানি না কে সঙ্গে ছিলাম। আমি রাত ৯টায় বোমা ছুড়ে ছিলাম। যে চক্র মেয়র তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে খাবার গ্রহণ করছিলেন। বোমা ফাটেনি। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আরা তিপ্রাজনে শ্মশু রোডে মলিত হই। বারীনবাবু আমাকে মেঘরের বাড়ি দেখিয়েছিলেন এবং তারপরে আরা তিনজন মেয়রের বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম। বারীন এবং শ্রীরামপুরের লোকটি একটি গলিতে বসে গেল। প্রশ্ন : আপনি অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? উত্তর : না। প্রশ্ন : আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর : আমার জীবন উৎসর্গ করার মূল উদ্দেশ্য হল দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। প্রশ্ন : কে আপনাকে এই ধরনাগুলি শিখিয়েছে? উত্তর : আমি সেগুলি ইতিহাস অধ্যয়ন করে শিখেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করেছি। সাক্ষর : এল বার্লি, ৪ মে, ১৯০৮ সাল। প্রায় সাড়ে আঠারো বছর বয়সী অভিযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরেজিতে ১৯০৮ সালের ১৫ মে আলিপুরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সমানে স্বীকারোক্তি দেন। প্রশ্ন : আপনি কী আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর : হ্যাঁ। প্রশ্ন : আপনি কি বোমের আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনি যদি আমার কাছে বিবৃতি দেন তাহলে তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর : হ্যাঁ। প্রশ্ন : আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য পুলিশ কি আপনার সঙ্গে খালাপ ব্যবহার করেছে? উত্তর : না। প্রশ্ন : আপনার ইতিহাস কি? উত্তর : আমার বাবা একজন ছোট জমির মালিক। আমরা চার ভাই যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রশ্ন : গ্রেফতারদের কারোর সঙ্গে কি আপনার সাথে সম্পর্কিত ছিল? উত্তর : হেমেন্দ্র কুমার এবং শিশির কুমার আমার পিতার মাতাতো ভাইয়ের ছেলো। অরবিন্দ ঘোষ আমার মামা ভূপালচন্দ্র বসু।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্য চৌধুরী

শত প্রলোভন সত্ত্বেও বাংলা ছেড়ে যাননি। কলকাতায় বসেই হয়ে উঠেছিলেন সংগীতের নক্ষত্র। আট বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম গানের পোকা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। সাহিত্যিক বিদাল মিত্রের কথায় ও অনুপম ঘটকেন্সে প্রথম রেকর্ড সাঁঝে যখন উঠেরে চাঁদ ও নুতন চাঁদের তিথি এল। তবে সব কিছুছাপিয়ে গেল তাঁর কণ্ঠে ‘পৃথিবী আমার চায়’। তুমুল জনপ্রিয় গানটির রেকর্ডের জোগান দিতে গ্রামোফোন কোম্পানির হিমশিম অবস্থা,শিল্পীর তখন মাত্র পঁচিশ বছর। অথচ বিখ্যাত গানের শিল্পীর সত্য চৌধুরীর নামটা বোধহয় এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না। সংগীতের সমালোচক থেকে রসিক শ্রোতাদের অনেকেই বলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্রের মত সত্য চৌধুরী যদি মুম্বই পাড়ি দিতেন,তাহলে শুধু বাংলা নয় সর্ব ভারতীয় স্তরে সাফল্য,পরিচিত পেতেন কারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা কারও তুলনায় তাঁর কম ছিল না। তিনি সত্য চৌধুরী যাঁর মাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের ভাগ্নি। ‘পৃথিবী আমারে চায়’ খ্যাত সত্য চৌধুরী প্রায় চারটি দশক জুড়ে বাংলা গানের শ্রোতা গানে গানে ভরিয়ে রেখেছিলেন। জাগরণের গানে সত্য চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। ১৯৪১ সালে ‘কবি জয়দেব’ ছবিতে নেপথ্য গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরে বাংলায় ‘বদিতা’, ‘পথের দাবী’, ‘ মন্দির’ , ‘মন্দির’, হিন্দিতে কুরুক্ষেত্র, ‘আমীরী,খুশনদীব’, ‘সি পাথি’, মঙ্গলসূত্র, কাশ্মীর হামারা হায়, প্রভৃতি বহু ছায়াছবিতে নেপথ্যে সংগীত পরিবেশন করেছেন সত্য চৌধুরী। এর মধ্যে মন্দির ও রাঙামাটি ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে অভিনেতা রূপে। ১৯৪৭

সালে অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের মন্দির ছবিতে সুবল দাশগুপ্তের সুরে সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে শোনা যায় ‘ম্যায় ভুঝাঁ হঁ’ -এ মহাক্ষ্ধার শ্মশানে আজি জেগেছে যে মহাকাল যে গানে সমবেত অংশে কণ্ঠ দিয়েছেন দেবতর শিষ্যস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ‘অদৃশ্য মানুষ’ ছায়া ছবিতে সংগীত পরিচালক সত্য চৌধুরী। তাঁর সুরারোপিত গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৩৭ এর ১০মে প্রথম বেতার অনুষ্ঠান সত্য চৌধুরী। পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ। তিনি গাইলেন নজরুলর ‘ভক্তীগীতি ‘কে তোরে কী বলেছে মা,ঘুরে বেড়াস কালি মেখে’। বাড়িতে ফিরে উষ্ম অভ্যর্থনা জানালেন শিল্পীর পিতা যতীন্দ্রমোহন,পিছনে মাতা বিদ্যা দেবী। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে লক্ক প্রতীষ্ঠিত আইনজীবী। মা বিমলা দেবী বনেদি পরিবারের কন্যা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত।

রোমান্টিক গানেও একটা সময় সত্য চৌধুরী নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিভিন্ন ধারার গানের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতি। ভক্তিমূলক গানে সত্য চৌধুরীর অনুরাগ কিশোর বয়স থেকে।কৃষ্ণকান্তের গান শুনে। তবে একসময়ে সত্য চৌধুরীর মায়ের অনুরোধে অভিনয়ের অফার ফিরিয়ে সংগীত কে বেছে নিতে হয়। পড়াশোনায় মেধাধারী সত্য আই এস সি পাশ করে বি এ পাড়েছেন। তবে স্নাতক হলেও এম এ একমিটি করেন নি। ততদিনে গান গেথে গিয়েছে জীবনে। ইটাতর কলেজ মিউজিক কমপিটশনে আটটির মধ্যে ছয়টিতে প্রথম হন। তবে সবকিছুকে চাপিয়ে গেল ‘পৃথিবী আমারে চায়’ গান। শিল্পী তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে

উত্তর পূর্ব রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রবনীত সিং



গৌরখপুর, ৮ ডিসেম্বর : ভারত সরকারের রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সিদ্ধার্থনগর জেলায় রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন। ভারত সরকারের রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ দুপুর ০১.১০ টায় সিদ্ধার্থনগর-চিলাহিয়া স্টেশনের মধ্যে

জৌগ্রামের স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনে জয় তৃণমূলের

জামালপুর, ৮ ডিসেম্বর : জামালপুরের জৌগ্রামের তেলে মুরি জুনিয়র হাই স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনে কোনও বিরোধী প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে দেখা যায়, ৬টি পদের জন্য শুধুমাত্র তৃণমূলের প্রার্থীরাই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান এবং বিধায়ক আলোক কুমার মাকির নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন। এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, আইএনটিউইউসি সভাপতি তবারক মন্ডল, জৌগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মুদুল কাশ্তি মন্ডল এবং অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতারা। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্য কোনও দল থেকে প্রার্থী না থাকায় তৃণমূলের ছয় প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ প্রসঙ্গে ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান বলেন, জামালপুরের সাম্প্রতিক ভোটের ফলাফলই বিরোধীদের অবস্থা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এখানে বিরোধীদের কার্যত কোনও অস্তিত্ব নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কষ্ট করে এলাকাধ্ব তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে উসবের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

মোকাতিপুরে জুয়ারিদের মেলা, সামিল মহিলারাও



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর : প্রতিবছরের মতো এবারও পুরাতন মালদার মোকাতিপুরে মূলাঘাটী উপলক্ষে বসলে ঐতিহ্যবাহী জুয়ারির মেলা। বেহুলা নদীর তীরে মূলাঘাটী পুজোর পরেই শুরু হয় এই মেলা, যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি জুয়া খেলায় মেতে ওঠেন মহিলারাও। মূলাঘাটীর দিন সকালে পুজোর আয়োজন করা হয় বেহুলা নদীর তীরে। সংসারের মঙ্গল কামনায় ভক্তিমতি মহিলারা বিশেষ ধরনের লেউড়ি ভোগে দশ ম ঘণ্টার পুজে করেন। পূজোপাঠ শেষ হতেই মোকাতিপুর কলানিতে শুরু হয় জুয়ারিদের মেলা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই মেলায় মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেলার ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়, প্রাচীনকালে এই এলাকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং হিংস্র জীবজন্তুর উপস্থিতি ছিল সাধারণ ঘটনা। সেই সময়ে মূলাঘাটীর পুজো করতে পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে আসতেন। মহিলারা পুজোয় বাস্তু থাকার সময় পুরুষরা তাস-পাশা খেলায় মেতে উঠতেন। সেখান থেকেই জুয়া খেলার এই রীতি শুরু হয়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে এই মেলায় কোনও অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি।

কালনার পূর্বস্থলীর নতুন করে ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে

রাজ কুমার ঘোষ,কালনা,৮ ডিসেম্বর : পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের গঙ্গারামপুরে শের শাহের আমলে চুনি খালের ওপর লোহার সেতু, জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, সাত কোটি টাকা ব্যয় নতুন করে সেতুতে নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। খুশি এলাকা বাসি।
উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের করিদের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের হেমায়েতপুর মোড়া একদিকে নবদ্বীপ অন্যদিকে বর্ধমান, কাটোয়া, উত্তরবঙ্গের বাগেরা রাস্তা STKK রোড। এরই বাঁহিপাস রাস্তা নিমতলা থেকে বিদ্যানগর, আগে এটাই এসটিকে রোড ছিল। এর মাঝে চুনি নদীর একটি খালের ওপর শেরশাহের আমলে একটি লোহার সেতু ছিল, চুনসুরকির ইটের পিলাহের উপরে লোহার পাত দিয়ে মোড়া সেতুটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রায় কুড়ি থেকে ২৫ টি গ্রামের লোকের যাতায়াত এই সেতুর উপর দিয়ে। সবজি থেকে শুরু করে সমুদ্র কিছু যেতে এই সেতুর উপর দিয়ে। প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা কমে যেতো যাতায়াতের ক্ষেত্রে। একটা সময় বুকির যাত্রা হয়ে গেছিল এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করা। রাজ্য সরকারের সাত কোটি টাকা ব্যয় নতুন করেএই সেতু নির্মাণে খুশি এলাকাবাসী। সেতুটি নির্মাণ হতে আরো ছয় মাস সময় লাগবে। সেতুরটি পুরোপুরি ভাবে চালু হয়ে গেলে এখানে বাস রুটের ব্যবস্থা হলে, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে বলে দাবি এলাকাবাসীদের।

কালনা নপাড়ায় পানীয় জলের কষ্ট

দূরন্ত বার্তা,কালনা, ৮ ডিসেম্বর : বিকল একটি নলকূপ,মাত্র অন্য একটি সচল কলের ওপর ভরসা শতাধিক পরিবার,তবে ঠিকমতো জল পাননা অনেকেই, বরম জল সংকটে কালনার আনুখাল পঞ্চায়েতের ন পাড়া গ্রামের শতাধিক পরিবার,গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি গ্রামবাসীরা, অন্যদিকে কালনা এক নাম্বার ব্লকের সভাপতি আশুপ্স দেন খুব দ্রুত বিকল কল সারানো হবে, বাড়ি বাড়ি নতুন জলের কলের লাইন পৌঁছে গেছে,কিন্তু সঠিক ভাবে খাবার জল পইনা কেউ, গ্রামের এই প্রান্তে পানীয় জলের দুটো টিউব ছিল, মাস খানিক আগে এসটা নলকূপ জলের কল বিকল হয়ে গেছে। এক মাস হয়ে গেল স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। এখনও বাড়ি বাড়ি জল কানেকশন দেয়ার কাজ চলছে। তাতে কখনো জল আসে কখনো আসে না। কোথাও একদমই জল আসছে না। অভিযোগ গ্রামবাসীদের। একটি মাত্র টিউববোরের জলের কলে লাইন দিয়ে জল নিতে হয় গোটা পাড়ার লোকজনকে। কালনা ২ ব্লক প্রশাসন জানায় দ্রুত ব্যবস্থা নেবার আশুপ্স দেন।

পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত তারকেশ্বরের মুক্তারপুর গ্রামের বাসিন্দারা

প্রকাশ মন্ডল, তারকেশ্বর, ৮ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল হেরে যাওয়ার পর থেকে পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ,অভিযোগ



তারকেশ্বরের তালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুক্তার পুর এলাকার ৬০ থেকে ৭০ টি পরিবারের। একদিকে যখন জল চুরি রুখতে তৎপর প্রশাসন তখন দু-তিন বছর ধরে পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত তারকেশ্বরের তালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মুক্তারপুর গ্রামের ৬০ থেকে ৭০ টি পরিবার। গত পঞ্চায়েত ভোটে এই বুথে হেরে গিয়েছিল তৃণমূল তার পর থেকেই এই পাাার পরিবার গুলি পানীয় জল

আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় যুবকের উপর হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর : মালদার মানিকচক বিধাসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ চণ্ডীপুরে আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় দানেশ আলি নামে এক যুবকের উপর সশস্ত্র হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত যুবক সিটুর জেলা কাউন্সিল সদস্য। অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবির আলী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, আবাস যোজনার তালিকায় আবির আলী এবং তার পরিবারের ১২ জনের নাম এসেছে। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে দুই সপ্তাহ আগে মানিকচক ব্লক ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন দানেশ আলি। রবিবার সকালে দানেশ আলিকে একা পেয়ে আবির আলী এবং তার সঙ্গে থাকা ১০ থেকে ১৫ জন বক্তি আগ্র্যেস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার উপর হামলা চালায়। চাকু ও হাসুয়ার আঘাতে দানেশ গুরুতর

থেকে বঞ্চিত অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের।গ্রামের মহিলাদের দাবি ভোট এলেই গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দেন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরভোটে



ফুরালেই যা কে তাই। তবে গত পঞ্চায়েত ভোটে এই বুথ থেকে সিপিএমের প্রার্থী জয় লাভ করেন, তৃণমূল হেরে যায় সে কারণেই এই পাড়াটিকে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ পাড়ার বাসিন্দাদের। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জলের পরিষেবার জন্য বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন করা হলেও পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল হেরে যেতেই পানীয় জলের

আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় যুবকের উপর হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

আহত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় দানেশ আলিকে উদ্ধার করে মালদা



মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার আত্মীয় সাহেব হক বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় দানেশের উপর এই নির্মম হামলা হয়েছে। সিটুর রাজা কাউন্সিল মেম্বর কামাল সেক এই হামলার তীব্র নিন্দা

পরিষেবা চালুই করা হয়নি। শুধু পানীয় জলই নয় এলাকার রাস্তা থেকে আলো সহ একাধিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এই পাড়ার বাসিন্দারা এমনই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে বার বার জানিয়েও মেনেনি কোনো সমাধান। দীর্ঘ দিন ধরে গ্রামের এক কোনো থাকা একটি মাত্র টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল আনতে হয় এই পাড়ার বাসিন্দাদের। ফলে জলের জন্য নিভাদিন ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে দিন কাটছে এই এলাকার বাসিন্দাদের। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা অধিকারী বলেন তারকেশ্বর ব্লকের অনেক জায়গায় পাইপ লাইন বসানো হলেও জলের পরিষেবা ঠিকঠাক দেওয়া হয়নি। তারকেশ্বর ব্লকে যেখানে এখনো পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছায়নি সেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে সমাধান করা হবে। অন্যদিকে জল চুরি হওয়ার কারণে সব জায়গায় ঠিক মত জল পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি। সিপিএম অধুষিত এলাকা হওয়ার কারণেই জলের পরিষেবা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের-সভাপতি বলেন সরকারি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক রঙ খোা হয় না।

কুয়াশায় ঢাকল আগ্রার তাজমহল, মোরাদাবাদে পারদ নামল ১১ ডিগ্রিতে

আগ্রা, ৮ ডিসেম্বর : কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা। তাপমাত্রার পারদও নামছে দ্রুত। রবিবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপল তাজনগরী আগ্রা, সঙ্গে ছিল ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশার কারণে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল আগ্রার তাজমহল। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গিয়েছে। ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশে মোরাদাবাদও। রবিবার সকালে মোরাদাবাদে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সেখানেও ঘন কুয়াশা ছিল। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়, তাতে সমস্যা পড়েন গাড়ির চালকরা।

নতুন বছরের শুরুতেই এবার ডুয়ার্স উৎসব



দূরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৮ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স এর পর্যটন ও সংস্কৃতি কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ডুয়ার্স এর অঘোষিত রাজধানী আলিপুর দুয়ারে শুরু হয়েছিল ডুয়ার্স উৎসব। বাম শাসনের অবসানের পর,রাজ্যে পালা বদলের চিত্রটা সাধারণ মানুষের সামনে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জোর দিয়েছিলেন বিভিন্ন উৎসব ও মেলায়। বাম আমলে শুরু হলেও আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসব পরিপূর্ণতা লাভ করে রাজ্যের নতুন শাসকের শাসন কালে । ২০১১ এর পর দেশের গতি ছাড়িয়ে ডুয়ার্স উৎসবের বিস্তৃতি লাভ করে আন্তর্জাতিক আউনিয়। ডুয়ার্স এর পর্যটনের অপর সম্ভাবনা, ডুয়ার্স এ বসবাসকারী বিভিন্ন জন জাতির সংস্কৃতি কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতেই এই সময় উৎসবের নামকরণ করা হয় বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। প্রতিবছর ইংরেজি বছরের শেষের দিকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব কে ঘিরে দশ বার দিন ধরে চলে বিরাট কর্মসূজ। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে হস্তশিল্পীরা এই মেলায় আসে তাদের উপপাদিত জিনিসপত্র নিয়ে। প্রতিদিন মেলার মুক্তমঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরী হয় বিশ্ব ডুয়ার্স উসবের আউনিয়া। যদিও এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বছরের শেষে শুরু না হয়ে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে। এবছর অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণে থাকবে অসমের বিহু নৃত্য। এছাড়াও মেঘালয়ের থেকেও শিল্পীদের এনে অনুষ্ঠান করার কথাও রয়েছে। যদিও এবছর এই মেলায় থাকছেন বাংলাদেশের স্টা। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই ডুয়ার্স উৎসব কে ঘিরে প্রচুর টাকার বাগিচাও হয় আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব কেটিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর গেরণায় এবার আগের চেয়েও অনেক বেশী ব্যকজমক ভাবে ডুয়ার্স উৎসব আমর্য করবে। মুখ্যমন্ত্রী কে আমি পুরো বিষয়টি জানিয়েছি, উনি ভালো কে উৎসব করতে বলেছেন। এবার আশা করছি প্রায় ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে ডুয়ার্স উৎসব কে ঘিরে।

শ্রীভূমির কটামণিতে দশ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা সহ গ্রেফতার এক

বাজারিছড়া (অসম), ৮ ডিসেম্বর : শ্রীভূমি জেলার পাথরকান্দি এলাকাধীন ইয়াবাগুলির কটামণিতে দশ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের মাদক ইয়াবা চাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মাদক কারাবিরে জড়িত অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে কটামণির চামেলা গ্রামের জনৈক বাবুল আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোপন খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে বাজারিছড়া থানার ওসি নিলডজ্যোতি নাথ দলবল নিয়ে কটামণির চামেলা

অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক,আটক ছোট গাড়ি

দূরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ৮ ডিসেম্বর : রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের নদী থেকে বালি পাথর তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে চোরাই পথে বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নদী থেকে বালি চুরি করে অবৈধভাবে বিক্রি করছে। পুলিশ প্রশাসনের নজরকে ফাঁকি দিতে ওই ব্যবসায়ীরা ট্রাকের বদলে ব্যবহার করছে ছোট চার চাকার গাড়ি।আর তাতে করেই অল্প পরিমাণ বালি বা পাথর নিয়ে বিক্রি করছে বিভিন্ন এলাকায়। এমনই এক বালি পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো এনজের্পি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ সংলগ্ন ক্যানেল রোডে অভিযান চালিয়ে বালি বোঝাই ওই গাড়িটিকে আটক করে। গ্রেফতার করা হয় উজির হুসেন নামে এক বালি ব্যবসায়ীকে।জানা গেছে ধৃতের বাড়ি ফুলবাড়ি পশ্চিম ধনতলায়। দীর্ঘদিন ধরেই সে এই অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। শুক্রবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্তর আবির্ভাব দিবস

৮ ডিসেম্বর : ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই বিপ্লবী।তবে দেশের স্বার্থে ৭ই জুলাই ১৯৩১ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সেই শহীদ হন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন স্বনামধন্য বাঙালি বিপ্লবী ছিলেন এই তরুণ দীশেন গুপ্ত । তিনি ঢাকা ও মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মেদিনীপুরে তার সংগঠন পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছিল।১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে তিনি ও বাদল গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং ভবনে অভিযান চালিয়ে, বিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল বিন্সপসনকে হত্যা করেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দে পুলিশের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারী গুরুতরভাবে আহতও হন। এরপর তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অপর দুই বিপ্লবী বিনয় বাদল আত্মহত্যা়য় সমর্থ হলেও মৃতপ্রায় দীনেশকে পুলিশ বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন। বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়। মৃত্যুর পূর্বে জেলে বসে তিনি কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলি ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং সাহিত্যিক বিচারেও অত্যন্ত মূল্যবান। সেই মহান বিপ্লবী দীনেশ চন্দ্র গুপ্তর ১১৩ তম আবির্ভাব দিবস শ্রদ্ধার সাথে পালন করলো শিলিগুড়ি পুরসভা। এদিন জলপাইগুড়িমােডে তার মূর্তিতে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জানান য়ে়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ৪নম্বর বোরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকেরা।

গজলডোবা থেকে আমবড়িতে স্থানান্তর করা হল ভোরের আলো থানাকে

দূরন্ত বার্তা, ৮ ডিসেম্বর : গজলডোবা থেকে আমবড়িতে স্থানান্তর করা হল ভোরের আলো থানাকে। আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িকে রূপান্তরিত করা হয় ভোরের আলো থানায় এবং গজলডোবায় থাকা ভোরের আলো থানাকে গজলডোবা পুলিশ ফাঁড়িতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় এক বছর আগে রাজগঞ্জের গজলডোবা এলাকার মিলনপল্লী ফাঁড়িকে ভোরের আলো থানা করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উদ্বোধন হয় গজলডোবার এই ‘ভোরের আলো থানা’। সেই থানাকে ফের রূপান্তরিত করা হলো পুলিশ ফাঁড়িতে। আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িকে করা হলো ভোরের আলো থানা। এই বিষয়ে ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার ও প্রশাসনের নির্দেশে সাধারণ মানুষের ভাঙ্গে পরিষেবা দিতে এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে গজলডোবা থেকে আমবাড়িতে ভোরের আলো থানাকে স্থানান্তরিত করা হল। এছাড়া আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িকে গজেলডোবার মিলনপল্লীতে গজলডোবা পুলিশ ফাঁড়ি নামে রূপান্তরিত করা হল। এই এলাকায় জনবসতি বেশি থাকার ফলে এখানকার মানুষদের প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে ভোরের আলো থানায় যেতে হত। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে থানাটি স্থানান্তর করা হলো।

৫ লক্ষ টাকার নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করলো পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর : আবারো বড়সড় সাক্ষ্য পুলিশের। গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে ৫ লক্ষ টাকার বেসাইনি নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করলো কালিয়াচক থানার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার রয়েছে ১১হাজার ৬২০ পিস হয়াবা ট্যাবলেট। মেন্ডেলি সম্পূর্ণ বেসাইনি এবং মাদক জাতীয় দ্রব্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি মজুত করেই ধৃতেরা কালিয়াচকর ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের গোলাপগঞ্জ এলাকায় নিয়ে এসেছিল। পুলিশের অনুমান, ওপারে এগুলি পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম, জিন্ন হাসান এবং ওয়াসিম শেখ। এদের হাতে কালিয়াচক থানার শাহবাজপুর এলাকায়। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরও কয়েকজন বেসাইনি মাদক কারবারির নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে গোলাপগঞ্জ ফারির পুলিশ।

পথো কুকুর দের পাশে পাশে হায়দার পাড়ার বাসিন্দা বসুমতি রায়

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই ঝাঁকিয়ে শীত শিলিগুড়িতে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারাা দিয়ে পতন ঘটেছে। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই শীতের দাপট, তবে প্রচন্ড শীতের জন্য সমস্যা পড়তে হয় পথ কুকুরদের। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে থাকতে হয় তাদের। তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন হাওয়া পাড়ার বাসিন্দা, বসুমতি রায়। তিনি জানান তিনি কুকুরদের খুব ভালোবাসেন। কুকুরদের কষ্ট তিনি দেখতে পারেন না, যতটা সম্ভব সাধামত তিনি ষ্টো করেন তাদের ভালো রাখার। তিনি জানিয়েছেন প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ছে তাই পথ কুকুরদের খুব কষ্ট হয় সেই জন্য প্রত্যেক বছর তিনি রাস্তায় কঞ্চল পেতে রাখেন। যাতে পথ কুকুররা কিছুটা হলো ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পায়। সতিই তার এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এই ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি চান সকলেই এগিয়ে আসুক।

শ্রীভূমির পাথরকান্দি এলাকাধীন ইয়াবাগুলির কটামণিতে দশ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের মাদক ইয়াবা চাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ



গৃহকর্তা বাবুলকে আটক করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। তাকে নিয়ে তার ঘরে তালিশি চালিয়ে

পেশ করেছে। আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

